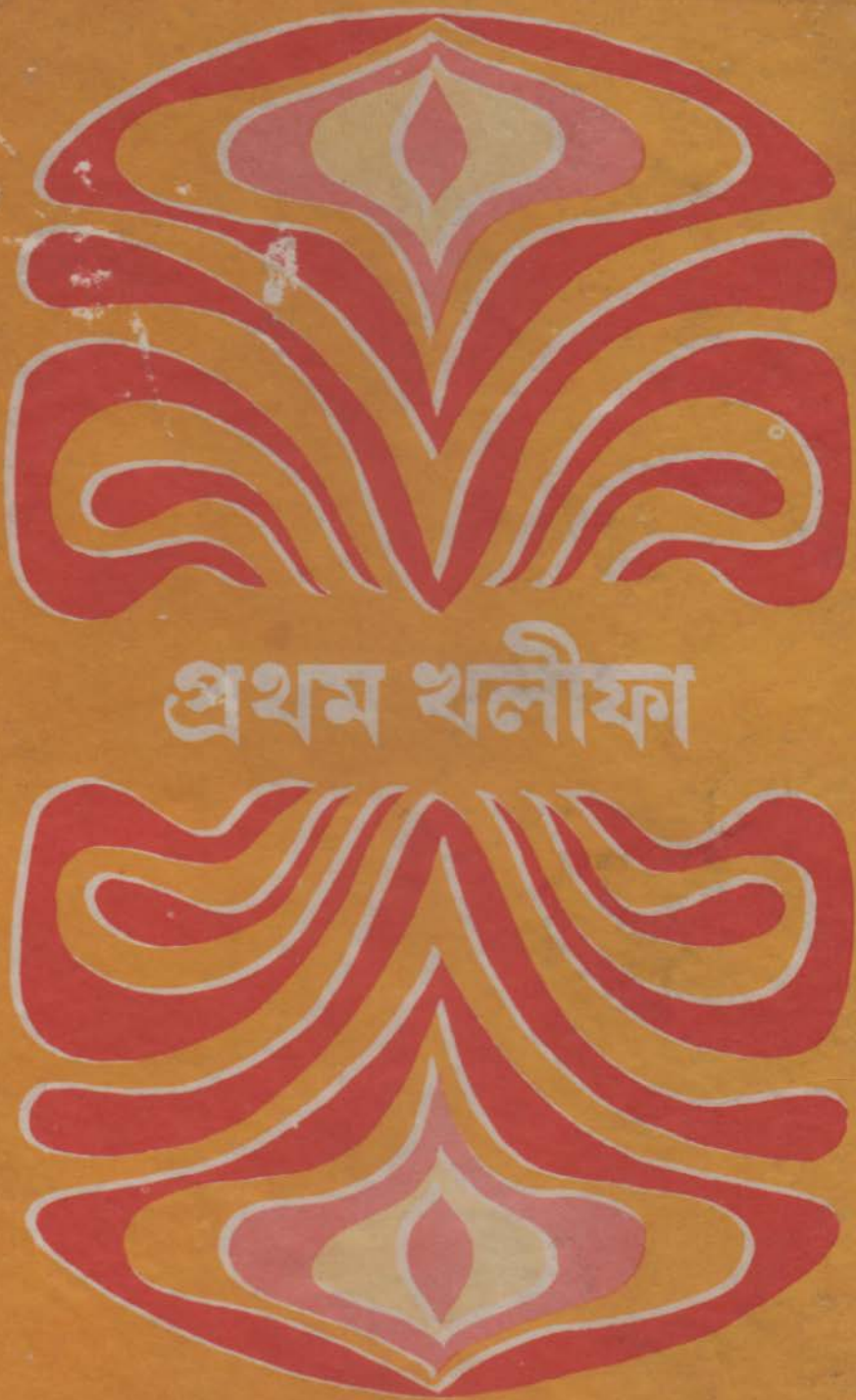

প্রথম খলীফা

কালাম আযাদ

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর

[রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু]

www.pathagar.com

প্রথম খলীফা

[হযরত আবূ বকর (রা.)-এর জীবনালেখ্য]

কালাম আযাদ

প্রচ্ছদ ঃ শেখ তোফাজ্জল হোসেন

অধ্যাপক আবদুল গফুর, পরিচালক প্রকাশনা কর্তৃক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও বাঁধাইকৃত।

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ অক্টোবর ১৯৮৪

তৃতীয় প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৮৭, কার্তিক ১৩৯৪

রবিউল আউয়াল ১৪০৭

ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ৯৪৬/২ ॥

ই. ফা. গ্রন্থাগার নং ঃ ২৯৭.৬৫

মূল্য ঃ দশ টাকা

www.pathagar.com

প্রথম খলীফা

কালাম আযাদ

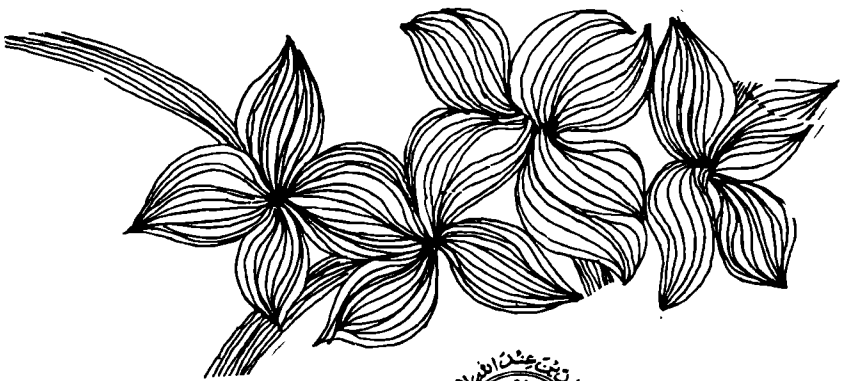

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা

www.pathagar.com

আমাদের কথা

রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পরই সাহাবা-ই কিরাম (রা.)-এর জীবন-আচরণ আমাদের জন্য আদর্শস্থানীয়। এঁদের মধ্যেও আবার প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্থান সকলের উর্ধ্বে। নবী-রসূল (স.)-এর পরই তিনি মহত্তম মানুষ হিসাবে ইতিহাসে নন্দিত। দুঃখের বিষয়, এহেন অনন্য মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থের দারুণ অভাব। বড়দের জন্য যা-ও-বা দু'-একখানি গ্রন্থ আছে, জীবনীগ্রন্থ ছোটদের উপযোগী করে লেখা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর একেবারে নেই বললেই চলে।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের তরফ থেকে আমরা সাহাবা-ই-কিরাম (রা.)-এর বিশেষ করে চার খলীফার ছোটদের উপযোগী জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ এটি। এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ ইতিপূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। এবারে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে লাখো শুকরিয়া আদায় করছি।

লেখক কালাম আযাদ ছোটদের উপযোগী বই লেখায় ইতিমধ্যেই যথেষ্ট মুনশিয়ানার প্রমাণ দিয়েছেন। এই বই পড়ে শিশু-কিশোররা ইসলামের এক আদর্শ মহা-পুরুষের সঙ্গেই শুধু নয়, ইসলামের ইতিহাসের এক মহাক্রান্তিকালের সঙ্গেও পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবে।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ॥ আবদুল গফুর
২৭.১০.৮৭ প্রকাশনা পরিচালক

www.pathagar.com

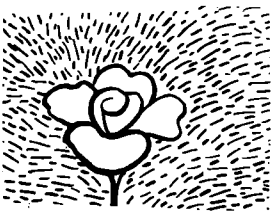

উৎসর্গ

মরহুমা দাদী আম্মাকে

www.pathagar.com

PRATHAM KHALIFA : Life sketch of Hazrat Abu Bakar (R.) the first Caliph of Islam, written by Kalam Azad in Bengali and Published by Prof. Abdul Ghafur, Director Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000

Price : Tk. 10·00 Dollar (U. S.) : 1·00

www.pathagar.com

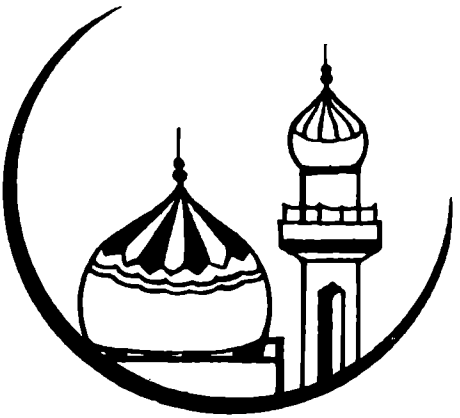

প্রথম খলীফা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

মহান বন্ধু

সত্যিই বন্ধু ছিলেন তিনি।

গরীবের বন্ধু, অনাথের বন্ধু, অসহায়ের বন্ধু।

সবচে' বড়—নবীজীর বন্ধু। আমাদের মহান নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বন্ধু। সে বন্ধুত্ব সাধারণ বন্ধুত্ব নয়। জীবনের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি বিপদে সঙ্গে থাকার মত বন্ধুত্ব।

নিজের জীবন যায়—যাক, ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়—হোক, কেউ নিন্দে করে—করুক, তবুও বন্ধুকে ছাড়তে তিনি নারায। বন্ধুর আনন্দই তাঁর আনন্দ; বন্ধুর দুঃখেই তিনি দুঃখী।

মা-বাবা তাঁর নাম রেখেছিল আবদুল কা'বা—মানে কা'বা গৃহের দাস। মুসলমান হওয়ার পর নাম হলো আবদুল্লাহ্, তবে তিনি আবূ বকর (রা.) নামেই বিখ্যাত হয়ে আছেন। আবূ বকর (রা.) বললেই আমরা চিনতে পারি নবীর এ বন্ধুকে। শুধু আমরাই বা বলি কেন, সারা দুনিয়ার লোকই তাঁকে চিনতে পারে এ নামে।

www.pathagar.com

ছোটবেলা থেকেই নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ও সৎ ছিলেন আবূ বকর (রা.)। তিনি মিথ্যে কথা বলতেন না। ধোকা দিতেন না কাউকে। বিস্তর অর্থ-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে অহংকার ও গরিমা ছিলো না এতোটুকুন। দুঃখী মানুষ দেখলে কেঁদে উঠত তাঁর মন। অকাতরে তাদেরকে বিলিয়ে দিতেন তিনি টাকা-পয়সা,—দিরহাম-দীনার।

কারো কষ্ট দেখলে মুষড়ে পড়তেন তিনি। প্রাণপণ চেষ্টা করতেন তার কষ্ট দূর করতে। একবার তো তিনি ব্যবসার চল্লিশ হাজার দিরহামের পঁয়ত্রিশ হাজারই দান করে দিয়েছিলেন। এমনি উদার ছিল তাঁর মন। এমনিভাবেই সাহায্য করতেন তিনি দুঃখীকে।

কিশোর বয়সেই আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণে সবার ভালোবাসা কেড়ে নেন তিনি। তারই ফলে কুরাইশ বংশের এ ছেলেটিকে সবাই ভালবাসতো। সুনজরে দেখতো। সম্মানও করতো। সবাই নিজের সুখ-দুঃখের কথা খুলে বলতো তাঁকে। আমানত রাখতো নিজেদের দামী জিনিস-পত্তর তাঁর কাছে, পরামর্শ নিতো সময়ে অসময়ে। আর নেবেই না বা কেন? কুরাইশ বংশের আবূ কুহাফা আর মা উম্মুল খায়েরকে কে না চেনে! তাঁদের সন্তান আবূ বকর। তিনি কখনই কুপরামর্শ দেবেন না।

বালক মুহাম্মদ (সা.)-ও ভালবাসতেন আবূ বকর (রা.)-কে। বয়সে তিনি আবূ বকর (রা.) হতে দু'বছরের বড় হ'লেও তাঁকে ভাল লাগত নবীজীর। তখন থেকেই রসূলুল্লাহ্‌র বন্ধু হলেন তিনি। অকৃত্রিম ও খাঁটি বন্ধু। কৈশোরে, যৌবনে, এমন

www.pathagar.com

কি নবী হওয়ার পরেও। কোন সময়েই এ বন্ধুত্বে ছেদ পড়েনি; ফাটল ধরেনি।

নিজের ধন-সম্পদের পরওয়া করলেন না আবূ বকর (রা.) আত্মীয়-পড়শীর চোখ-রাঙানীতে ভয় পেলেন না। এমন কি বেঘোরে মরবার ভয়ও করলেন না। মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে থেকে কতবারই তো মার খেতে হলো তাঁকে। কত গালমন্দ হজম করতে হলো, তাঁর নিজের দেশ থেকে পালাতে হলো, টাকা-পয়সা সবই বিলিয়ে দিতে হলো; শেষে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যুদ্ধও করতে হলো তাঁকে।

তবুও আবূ বকর (রা.) ছাড়লেন না নবীজীকে। অবমাননা করলেন না বন্ধুত্বের। নূরনবীর ইন্তিকালের পরেও বন্ধুর আদর্শকে ঠিক রাখতে গিয়ে জিহাদ করলেন। বন্ধুর কাজেই কাটিয়ে দিলেন সারা জীবন। একটুও সময় পেলেন না নিজের জন্য ভাববার।

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খাঁটি বন্ধু ছিলেন তিনি। গরীবের বন্ধু, অসহায়ের বন্ধু আর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বন্ধু হযরত আবূ বকর (রা.)। ফলে তিনি পুরস্কারও পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন মহান আল্লাহ্র বন্ধুত্ব। আল্লাহ্ বুঝি সর্বদা খুশী তাঁর এ বিশ্বস্ত বান্দার ওপর।

খোদ আল্লাহ্ই যার ওপরে খুশী, তার চেয়ে সেরা পুরস্কার আর কী আছে। সেই সেরা পুরস্কারই লাভ করেছেন নবীজীর বন্ধু হযরত আবূ বকর (রা.)।

www.pathagar.com

২

ঈমানের দাওয়াত

মুহাম্মদ (সা.) হেরার গুহায় ধ্যানরত।

কি করে এ সমাজের মঙ্গল করা যায়? কি করেই বা এদের ভালো পথে নিয়ে যাওয়া যায়? কি সেই পথ? কে-ই বা দেবে তার সন্ধান?

একদিন, দুইদিন, অনেক দিন কেটে যায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষা, অনেক সাধনা।

ধ্যান করেই চলেছেন আবদুল্লাহ-তনয় মুহাম্মদ (সা.) মক্কাবাসীদের আল-আমীন।

একদিন প্রতীক্ষার শেষ হলো। মহাসত্যের বাণী নিয়ে আল্লাহ্‌র দূত জিবরাইল (আ.) এলেন।

আলোকময় এক পথের সন্ধান পেলেন তিনি। আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ অদ্বিতীয় আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁরই রসূল। আল্লাহ্‌ই সর্বস্রষ্টা। তিনি একবিন্দু জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। তাঁরই পূত নাম পাঠ করলেন মহানবী (সা.)। সত্যবাণী প্রচারে হলেন ওয়াদাবদ্ধ।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) চিন্তিত।

কাকে শোনাবেন তিনি এ বাণী! কে-ই বা বিশ্বাস করবে তাঁকে?

কাকে তিনি শরীক করতে পারেন এ বেহেশতী সুধা বিশ্বাসে। আবূ বকর (রা.)? হ্যাঁ, বিশ্বাসী বন্ধু আবূ বকর (রা.)-কে বলা যায় এ কথা।

আবূ বকর (রা.)-এর সাথে দেখা করলেন তিনি। পেশ করলেন এ দীনি দাওয়াত।

কেন বিশ্বাস করতে হবে; এ প্রশ্ন নেই। কি হবে বিশ্বাস করলে, জানার প্রয়োজন নেই। কিভাবে মুহাম্মদ (সা.) জানলেন এসব কথা—তাও শুনবার দরকার নেই। যেই বলা, অমনি তা বিশ্বাস করে মেনে নিলেন আবূ বকর (রা.)। তাঁর বন্ধু আল-আমীন তো মিথ্যে বলতে পারেন না! দ্বিধা-হীন কণ্ঠে আবূ বকর (রা.) বলে উঠলেন—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্—আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই, মুহাম্মদ (সা.) সেই আল্লাহ্‌র রসূল।

আবূ বকর (রা.) মুসলমান হলেন। বিশ্বের প্রথম বয়স্ক পুরুষ মুসলমান হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)।

মনে মনে বিশ্বাস করে তো বসে থাকা চলে না। আল্লাহ্‌র এ বাণী প্রচার করতে হবে। একের কাছ থেকে অপরের কাছে। এক কবিলা থেকে আরেক কবিলায়। দেশ থেকে দেশান্তরে। তাঁরা পরামর্শ করেন। একে অপরের সহায়তা কামনা করেন। বজ্রকঠিন শপথ নেন আবূ বকর (রা.)। এ বাণী প্রচার করতেই হবে তাঁকে। দলে দলে লোককে শামিল

www.pathagar.com

করতে হবে এ সত্যের কাফেলায়। ভয় কি! এ যে মহাসত্যের বাণী। শান্তির বারতা। আবূ বকর (রা.) বেরিয়ে পড়েন।

অনেক মানী-গুণী বন্ধু ছিল আবূ বকর (রা.)-এর।

একে একে সকলের কাছে যান তিনি। পৌঁছে দেন বন্ধুর এ দাওয়াত। সবাইকে বলেন প্রতিমা পূজা ছেড়ে দিতে। দাওয়াত দেন এক আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে নিতে। আহ্‌বান করেন মন্দ থেকে ভালোর দিকে।

বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই সাড়া দেন আবূ বকর (রা.)-এর দাওয়াতে। তাঁরা ভাবেন—কোন অন্যায় অসত্যকে আবূ বকর (রা.) কোনদিনই মেনে নেননি। সুতরাং তাঁর এ দাওয়াত মোটেই ভিত্তিহীন কিংবা বানোয়াট নয়। এ নিশ্চয়ই শান্তির বাণী। মহাসত্যের ডাক। একে একে বিশ্বাসী হলেন উসমান, যুবায়ের, তালহা, আবদুর রহমান বিন আওফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) আরো অনেকেই। অথচ সেদিন কেউ ভাবতেও পারেনি—আবূ বকর (রা.)-এর এ বন্ধুরাই একদিন ইসলামের এক-একটি খুঁটির মর্যাদা লাভ করবেন। শেষে কিন্তু তা-ই হয়েছিলেন তাঁরা। এঁরাই হরেছিলেন ইসলাম ধর্মের এক-একটি স্তম্ভ। মহান আল্লাহ্‌র মহাবাণীর এক-এক শক্তিশালী বার্তাবহ এবং সৈনিক। ইসলাম এভাবেই প্রসার লাভ করতে থাকে দিন দিন। মহানবীর একান্ত সহচর হিসাবে আবূ বকর (রা.) চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। আরো বেশী বেশী লোককে এ কাফেলায় শরীক করেন তিনি। নূরনবীর প্রতিটি কাজেই ছায়ার মত সাথে থাকেন আবূ বকর (রা.)। বন্ধুর এ কাজে সহায়তা করিতে গিয়ে কোন বিপদেরই পরওয়া করেন নি তিনি।

www.pathagar.com

মক্কার বেশীর ভাগ লোকই চটে গেল এঁদের ওপর। কুরাইশ নেতা আবূ জেহেল রাগে লাল হয়ে তেতে উঠল। —এ্যাঁ, এতো বড় অনাচার! তারা যে সব মাটি আর পাথরের দেব-দেবীকে পূজা করতো, সেগুলো নাকি সব বাতিল! মুহাম্মদ (সা.) নাকি প্রকাশ্যেই বলে বেড়ায়, ভালো কিংবা মন্দ কিছু করার ক্ষমতাই নাকি ঐ দেব-দেবীদের নেই। —বাপ-দাদার আমলের সব কিছুকেই বাতিল করতে হবে।

না, আর বেশী বাড়তে দেয়া যাবে না! অনেক বাড় বেড়েছে মুহাম্মদ (সা.) ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের। আবূ জেহেল অন্য সব দলপতিদের সাথে পরামর্শ করে। যুক্তি করে। কি করে এদের মুখ ভোঁতা করা যাবে? কি করে এক আল্লাহ্‌র নাম-নিশানা মিটিয়ে দেয়া যাবে? সিদ্ধান্ত হয় মুহাম্মদ (সা.)-কে যে ভাবেই হোক জব্দ করতে হবে। সুযোগ পেলেই ক্ষতি করতে হবে তার। এমন কি সম্ভব হলে শেষ করে দিতে হবে! সুযোগ খুঁজতে থাকে তারা।

সুযোগটাও এসে গেলো একদিন।

নূরনবী একাকী নামায পড়তে এসেছেন কা'বাঘরে। আবূ জেহেল দেখল এই তো সুযোগ। এক্ষুনি শেষ করে দিতে হবে। আর দেরী সইল না আবূ জেহেলের। একটা লম্বা কাপড় নিয়ে দৌড়ে গেল সে নবীজীর পেছনে। এক ঝটকায় নবীজীর গলায় দিলো একটা ফাঁস এঁটে। তারপর দু'হাতে পেঁচাতে লাগলো কাপড়ের দুই প্রান্ত। আকস্মিক আক্রমণে থতমত খেয়ে গেলেন রসূলুল্লাহ (সা.)। কোনমতেই বাধা দিতে পারছেন না তিনি। দম বন্ধ হয়ে আসছে তাঁর। এই বুঝি শেষ হয়ে যায় সব কিছু। নিকটে কাফির নেতারা বসে বসে

www.pathagar.com

দেখছে এই তামাশা। তারা হাসছে। আনন্দ পাচ্ছে মুহাম্মদ (সা.)-এর এই বেকায়দা অবস্থা দেখে! আবূ জেহেল পেঁচিয়েই চলছে দু'হাতে।

আবূ বকর (রা.) একটু দূরে ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন এ কাণ্ড। রক্ত মাথায় উঠে গেল তাঁর। ছুটে চলে এলেন তিনি আবূ জেহেলের কাছে। এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলেন তাকে। কাপড়টা খুলে নিলেন নবীজীর গলা থেকে। বুক ভরে শ্বাস নিলেন রসূলুল্লাহ (সা.)। কাফিররা দেখল আবূ বকর (রা.)-এর জন্যেই মুহাম্মদ বেঁচে গেলো এ যাত্রা। তাদের সব রাগ গিয়ে পড়লো তাই আবূ বকর (রা.)-এর ওপর। সবাই মিলে আক্রমণ করলো তাঁকে। বেদম মারপিট করতে লাগলো সবাই মিলে। মাটিতে পড়ে গেলেন আবূ বকর (রা.)। তারপর এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি। লোকজন ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এলো তাঁকে। বেশ কয়েক ঘন্টা সেবা করার পর জ্ঞান ফিরে পেলেন তিনি। সারা শরীর ফুলে গেছে। রক্ত ঝরছে কয়েকটা জখম থেকে। তবু একবারও উহ্ পর্যন্ত করলেন না তিনি। একটি মাত্র জিজ্ঞাসাই তাঁর,—বন্ধু রসূলুল্লাহ (সা.) ভালো আছেন তো? লোকজন জানালো নবীজীর ভাল থাকার সংবাদ। পরম প্রশান্তিতে ভরে উঠলো আবূ বকর (রা.)-এর চেহারা।

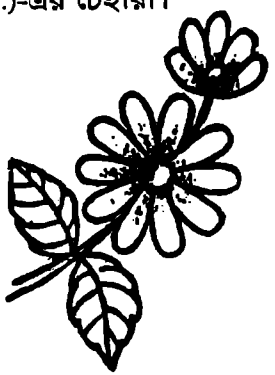

www.pathagar.com

৩

দাস মুক্তিতে
মহানুভব আবু বকর (রা.)

প্রচার বেড়ে যেতে লাগলো দিনকে দিন। বেড়ে যেতে লাগল মুসলমানের সংখ্যা। সেই সাথে কাফিরদের অত্যাচারও। সাধারণ দুঃখী ও খেটে খাওয়া মানুষ আর মজলুম ক্রীতদাস। সবাই একে একে শামিল হতে লাগল মুহাম্মদ (সা.)-এর কাফেলায়।

মুক্তি চায় সবাই। মুক্তি চায় অনাচার-অত্যাচার থেকে, জুলুম-নির্যাতন থেকে। বাঁচার মত বাঁচতে চায় তারা।

কাফির দলপতিরা সহ্য করতে পারলো না এ বিপ্লব। মারমুখী হয়ে উঠলো তারা। অধীনস্থ বিশ্বাসী ক্রীতদাসদের ওপর চালালো নির্মম অত্যাচার। গলায় রশি বেঁধে ছেড়ে দিলো দুষ্টু ছেলেদের হাতে। তারা টেনে-হিঁচড়ে, মেরে-পিটিয়ে আধ-মরা করে ছাড়লো তাদের। এতেও সন্তুষ্ট হলো না অমানুষ দলপতিরা। নিজেরাও করতে লাগলো মারপিট। খেঁ-ফোটা তপ্ত বালির ওপর শুইয়ে রাখলো তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে। আর বুকের ওপর তুলে দিলো বড় বড় পাথর।

www.pathagar.com

শরীর জ্বলে গেল বিশ্বাসী দাসদের। দগ্‌দগে ঘা হয়ে গেলো সারা শরীরে। আল্লাহ্‌র বিশ্বাসে বলীয়ান ক্রীতদাসদের মন। এতো জুলুমেও ভুললো না তারা আল্লাহ্‌কে। অসীম ধৈর্য-ধারণ করলো তারা। মুখ বুজে সহ্য করতে লাগলো সব অত্যাচার। এ জুলুম থেকে কে-ই বা রক্ষা করবে তাদের। অনেকে মৃত্যুবরণ করলো এ অত্যাচারে।

দলপতি উমাইয়া বিন খাল্‌ফ ছিলো বড়ই পাষাণ। তার ক্রীতদাস হাবশী বিলাল (রা.) ইসলাম কবুল করলেন। বিলাল (রা.)-এর এ কাজ সহ্য করলো না উমাইয়া। তাঁকে তপ্ত বালুতে শুইয়ে রাখলো উমাইয়া। বুকে তুলে দিলো মস্ত বড় পাথর। আর রাতে বন্দী করে রাখলো অন্ধকার ঘরে। বিলাল (রা.) তবুও ভুললেন না মহান আল্লাহ্‌র কথা। ইসলামকে ত্যাগ করলেন না কোনমতেই। অত্যাচার বাড়তে লাগলো। বিলাল (রা.)-ও একমনে চিৎকার করেই চললেন 'আহাদ', 'আহাদ', বলে।

একদিন আবূ বকর (রা.) যাচ্ছেন ওই পথ দিয়ে। পাশেই বিলাল (রা.)-এর ওপর মারপিট চলছে। আবূ বকর (রা.) প্রতিবাদ করলেন। উমাইয়াকে বললেন অত্যাচার না করতে। উমাইয়া জবাব দিল,—অতো মায়া হয় তো কিনে নাও না? এ জবাবে ভড়কে গেলেন না আবূ বকর (রা.)। নিজের পয়সার মায়া করলেন না একটুও। অনেক চড়া দামে বিলাল (রা.)-কে কিনে নিলেন তিনি। আর সেই সঙ্গেই মুক্তি দিলেন তাঁকে।

নূরনবীর মসজিদের প্রথম মুয়াযযিন হাবশী বিলাল (রা.) সেদিন মুক্তি পেলেন। আবূ বকর (রা.) আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলেন তাঁকে মুক্ত করে। আবূ বকর (রা.) অনেক ক্রীতদাসকে মুক্ত করলেন এভাবেই।

www.pathagar.com

৪

ঈমানী পরীক্ষায়

অত্যাচার বাড়তে লাগলো মুসলমানদের ওপর। এমনকি জান বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়লো তাদের। মহানবী (সা.) অনুমতি দিলেন তাদের মক্কা ত্যাগ করতে। মুসলমানদের একটি দল আবিসিনিয়ায় গেলেন। সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করলেন তাঁরা।

দেখাদেখি আরো অনেক মুসলমানই হিজরত করলেন আবিসিনিয়ায়।

হযরত আবূ বকর (রা.) পড়লেন মহাবিপদে। কাফিররা যে-কোন সময়ে শেষ করে দিতে পারে তাঁকে। কাজেই বন্ধু মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে দেশত্যাগের অনুমতি চাইলেন তিনি। জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে নবীজীও অনুমতি দিলেন তাঁকে। আবূ বকর (রা.) যাত্রা শুরু করলেন আবিসিনিয়ার দিকে। পথে দলপতি ইবনুদ-দাহ্নার সাথে দেখা।

—যাচ্ছো কোথায় আবূ বকর (রা.)? ইবনুদ্-দাহ্না জিজ্ঞেস করলেন।

www.pathagar.com

—কোরেশ দলপতিদের অত্যাচারে দেশ ত্যাগ করছি। জবাব দিলেন আবূ বকর (রা.)।

—না, তোমার মতো একজন ভাল লোককে দেশ ত্যাগ করতে দেয়া হবে না। ইবনুদ্-দাহ্না প্রতিবাদ করলেন। —তোমার সুন্দর ব্যবহার, গরীবের প্রতি দরদ, দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি আর মেহমানদারী, এগুলো তো কোনদিনই ভুলবার নয়। তোমাকে অবশ্যই মক্কায় ফিরে যেতে হবে।

—কিন্তু কাফিররা যদি হত্যা করে আমাকে? আবূ বকর (রা.)-এর কণ্ঠে সংশয়।

—সে দায়িত্ব আমার। দেখে নেবো আমি, কে তোমাকে হত্যা করে। ইবনুদ-দাহ্না বললেন।

আবিসিনিয়া আর যাওয়া হলো না আবূ বকর (রা.)-এর। ফিরে এলেন তিনি মক্কার মাটিতে। ইবনুদ-দাহ্নাও এলেন সাথে সাথে। মক্কার দলপতিদের ডেকে এক দরবার বসালেন তিনি। বললেন আবূ বকর (রা.)-এর সাথে তাঁর ওয়াদার কথা। সতর্ক করে দিলেন সবাইকে, আবূ বকর (রা.)-এর গায়ে যেন একটি আঁচড়ও না পড়ে।

দলপতিরা বলল,—হ্যাঁ, তা আমরা পারি। কিন্তু একটি শর্তে। শর্ত হলো, আবূ বকর যা বিশ্বাস করে করুক। ওতে আপত্তি নেই আমাদের। তবে কথাগুলো প্রচার করতে পারবে না সে।

—বেশ তাই হোক। ইবনুদ-দাহ্না মেনে নিলেন। আবূ বকর (রা.)-এর নিরাপত্তাও নিশ্চিত হলো।

www.pathagar.com

মহানবী (সা.)-এর বন্ধু, সত্যের সৈনিক আবূ বকর (রা.)। ক'দিনই বা তিনি দমে থাকতে পারেন। প্রাণ তো তাঁর কাছে বড় কথা নয়। মরতে তো হবেই একবার। তবে কেন এই ভীতি। সামান্য ক'টা দিন চুপ থাকার পরেই প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করলেন তিনি। স্বেচ্ছায় ছিন্ন করলেন নিরাপত্তার শর্ত। কাফির দলপতিরা অভিযোগ করলো ইবনুদ-দাহ্‌নার কাছে। ইবনুদ-দাহ্‌নাও থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেন আবূ বকর (রা.)-কে। বললেন—এভাবে চললে নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে।

আবূ বকর (রা.) হাসিমুখে বললেন,—আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করতেই হবে। এজন্যে যদি নিরাপত্তা বিঘ্নিতও হয়, হোক। আল্লাহ্‌ই তো শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা রক্ষাকারী। প্রচার চালাতে থাকলেন আবূ বকর (রা.)।

www.pathagar.com

৫

সিদ্দীক

নবুওতের দশম বর্ষ। মহান আল্লাহ্ নিজ আরশের প্রান্তে ডেকে নিলেন নূরনবী(সা.)-কে। এক রাতে দ্রুতগামী বুর্‌রাক নিয়ে আল্লাহ্‌র ফিরিশতা জিবরাইল (আ.) হাযির হলেন নবীজীর কাছে। তাঁকে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিলেন আল্লাহ্‌র দরবারে। নবীজী সেখানে দেখলেন বেহেশত-দোযখ আরো অনেক কিছু। আল্লাহ্‌র সাথে কথা হলো নবীজীর (সা.)। অনেক কিছু জানতে পারলেন তিনি। লাভ করলেন মহান বন্ধু আল্লাহ্‌র দীদার। মুহূর্তমাত্র সময়ের মধ্যেই ঘটেছিল এ মি'রাজ বা ঊর্ধ্বগমন।

পরদিন সকাল।

নূরনবী সকলকেই বললেন এ আকাশ-ভ্রমণের কাহিনী। কাফির আর মুনাফিকরা তো হেসেই অস্থির।—আরে দূর, একি সম্ভব! আল্লাহ্‌র আর কাজ নেই, দেখা দেবেন মুহাম্মদ (সা.)-কে! এ একটা বানানো কিস্‌সা। রাত দুপুরের স্বপ্ন। স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছে হয়ত, এই আর কি।

www.pathagar.com

আবূ বকর (রা.) আসছিলেন ঐ পথ দিয়ে। একজন কাফির হাসতে হাসতে বলল,—শুনেছ! তোমাদের নবীর কিস্‌সা? বিস্মিত চোখে তাকান আবূ বকর (রা.)। কাফিরটি বলল,—আরে তোমাদের নবী নাকি কাল রাতে আল্লাহ্‌র কাছে বেড়াতে গিয়েছিল? আল্লাহ্‌ই নাকি ডেকেছিলেন তাকে? কাফিরটি হেসেই কুটি কুটি।

সংযত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন আবূ বকর (রা.)—আমার বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) মিথ্যা বলেন নি কোন দিন। সত্যই তিনি আল্লাহ্‌র রসূল। তিনি যা বলেন, যা করেন, সবই সত্য। মিথ্যে বা সন্দেহের লেশমাত্র নেই তাতে। যদি তিনি বলে থাকেন তবে গতরাতের ঘটনাও একদম নির্ভেজাল সত্য।

মহানবী (সা.) শুনলেন আবূ বকর (রা.)-এর প্রত্যয়ের কথা। তক্ষুনি 'সিদ্দীক' উপাধীতে ভূষিত করলেন তাঁকে। সিদ্দীক অর্থ হচ্ছে সত্যবাদী। কোন সন্দেহ নাড়া দিতে পারে না যাঁর মনকে। সত্যে অকপট বিশ্বাসই যাঁর নীতি। মহানবী (সা.)-এর বন্ধু আবূ বকর (রা.)-এর যোগ্যতা ছিল এ উপাধি পাওয়ার।

www.pathagar.com

৬

মদীনার পথে

ইসলাম প্রসার লাভ করতে লাগলো দিনের পর দিন। বাড়তে লাগলো মুসলমানের সংখ্যা। সেইসাথে বাড়তে লাগলো কফিরদের অত্যাচারও। শুধু অত্যাচার করেই ক্ষান্ত নয় তারা। এবারে চিন্তা, কিভাবে উপড়ে ফেলা যায় একে মূল-শুদ্ধো। পরামর্শ বৈঠক বসলো কাফির নেতাদের। সিদ্ধান্ত হলো,—সব কর্মের হোতা ঐ মুহাম্মদ (সা.)। ওকেই হত্যা করতে হবে। গোপনে তৈরী হতে লাগলো সবাই। হত্যাই করা হবে মুহাম্মদ (সা.)-কে।

আল্লাহ্‌র নির্দেশ লাভ করলেন নূরনবী (সা.)। মক্কা ত্যাগ করতে হবে তাঁকে। তাই দুপুরে গিয়ে হাযির হলেন আবূ বকর (রা.)-এর বাড়ি। বেরিয়ে এলেন আবূ বকর (রা.)। দু'বন্ধুতে পরামর্শ হলো।

ঠিক হলো, সেই রাতেই ত্যাগ করতে হবে মক্কা নগরী। নবীজী (সা.) একা নন। বন্ধুর এ বিপদে আবূ বকর (রা.) তো আর চুপ করে থাকতে পারেন না; তিনিও যাবেন সাথে।

www.pathagar.com

গভীর রাত। চারদিকে থমথমে অন্ধকার। মরু প্রান্তর নিস্তব্ধ। টু শব্দটি পর্যন্ত হচ্ছে না কোথাও। এই নিকষ কালো রাতে দু'বন্ধু বেরিয়ে পড়লেন। সারা রাত চলবেন তাঁরা। আর দিনের বেলা লুকিয়ে থাকবেন কোন গোপন গিরিগুহায়। শুকতারার নিশানা ধরে মরু-পথে এগিয়ে চলবেন তাঁরা। চলতে চলতে ফজর হয়ে এলো। পাশে সওর গুহা। দু'বন্ধুতে ঢুকে পড়লেন সেখানে। আবূ বকর (রা.)-এর চাকর মেষ আর ছাগল চরাতে এলো। সে-ই ছাগী-দুগ্ধ পান করালো তাঁদের।

কাফিররা ক্ষিপ্তের মতো খুঁজে ফিরছে। কোথায় মুহাম্মদ (সা.)! মক্কা থেকে হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেল নাকি! চারদিকে ধুম পড়ে গেল খুঁজবার। আবূ বকর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা.)। সে-ই সংবাদ দিয়ে যায়। কখন কোন্ এলাকায় অনুসন্ধান চলছে। তিনদিন কেটে গেল এভাবেই। এ তিনদিনে সম্ভব হলো না গুহা থেকে বেরুনো। একদিন তো প্রায় গুহামুখে এসেই পড়েছিল শত্রু দল। শংকিত হয়ে পড়েছিলেন আবূ বকর (রা.)। নিজের জন্যে নয়, নিজের জীবন গেলে কীই বা এমন হবে? কিন্তু বন্ধু মুহাম্মদ (সা.)? আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)? তাঁকে কি ভাবে হারাবেন? দুশ্চিন্তায় ছটফট করেন আবূ বকর (রা.)। মহানবী (সা.) অভয় দেন, —'ভয় নেই। আমরা মাত্র দু'জন নই। আল্লাহ্‌ও রয়েছেন আমাদের সাথে।' আশ্বস্ত হন আবূ বকর (রা.) নবীজী (সা.)-এর এ কথায়। তিন দিন পর পুনরায় রওয়ানা হন তাঁরা। কয়েকদিন চলার পর পৌঁছে যান ইয়াসরিব শহরে। বিপদমুক্ত এলাকা মদীনায়।

www.pathagar.com

ইসলামের চরমতম দুর্দিনে এভাবে আল্লাহ্‌র নবীর সাথে থেকেছেন আবু বকর (রা.)। বিপদের সমভাগী হয়েই তিনি ইসলামের ইতিহাসে এক মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন।

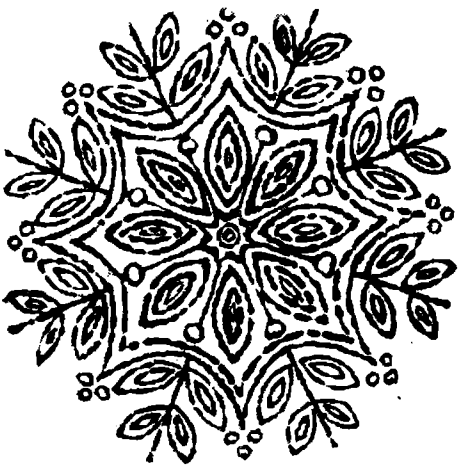

www.pathagar.com

৭

আপোষহীন মর্দে মু'মিন

মদীনায় পৌঁছলেন নূরনবী (সা.)। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সাথে। কাফিরদের অত্যাচার আরো জোরদার হলো। মক্কার মুসলমানরাও তাই মদীনায় যেতে শুরু করলেন চুপি চুপি।

মাথা গরম হয়ে উঠলো কাফিরদের। কী আশ্চর্য! ভিটে-মাটির মায়া পর্যন্ত করছে না এরা! সবাই চলে যাচ্ছে! না, এদের শায়েস্তা করতে হবে—কোরেশ দলপতিরা ভাবল। আর তারপর মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলো তারা। একটি-দু'টি নয়। একে একে অনেক যুদ্ধই তারা করলো। যখনই সুযোগ পেয়েছে, মিটিয়ে দিতে চেয়েছে মুসলমানের নাম-নিশানা। কিন্তু তারা পারেনি। বরং মুসলমানের কাফেলাই বৃদ্ধি পেয়েছে দিনের পর দিন।

শিশুরাষ্ট্র মদীনা। সহায়-সম্বলহীন মুসলিম জনগণ। তাদের না আছে অস্ত্র-শস্ত্র, না আছে পয়সা-কড়ি; আর না আছে গাড়ী-ঘোড়া। কিন্তু ঈমান? আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস? এতে তো তাঁরা দুর্বল নন। নাই অস্ত্র, না থাকুক। অমিত-

www.pathagar.com

তেজের সাথে অসত্যের মুকাবিলা করেছেন মুসলমানগণ। ভেঙে দিয়েছেন কাফিদের বিষ দাঁত।

নবীজী (সা.) যুদ্ধে গেছেন সেনাপতিরূপে। তাঁর বন্ধু আবূ বকর (রা.), তিনি কি বসে থাকতে পারেন? প্রত্যেকটি যুদ্ধেই যোগ দিয়েছেন আবূ বকর (রা.)-ও। পা.শ থেকেছেন নবীজী (সা.)-এর। বীরের মত লড়েছেন কাফিরদের সাথে।

বদর, ওহদ, খায়বর, হুনায়ন সব যুদ্ধেই আবূ বকর (রা.) যোগ দিয়েছেন সৈনিক হিসেবে। অর্থ যুগিয়েছেন বন্ধু হিসেবে। মৃত্যুর পরোয়া করেননি তিনি। শত বিপদকেও মনে করেছেন তুচ্ছ। ওহদ আর হুনায়নের যুদ্ধে কিছুটা বিপদ ঘটলো মুসলমানদের। ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কতিপয় মুসলিম যোদ্ধা। ফলে বিপর্যস্ত হতে শুরু করলেন তাঁরা। তখনও কিন্তু সরে দাঁড়ান নি আবূ বকর (রা.)। মুষড়েও পড়েন নি প্রাণ ভয়ে। আর কেনই বা ভয় করবেন তিনি? বীর তো একবারই মরে। মরতে একবার হবেই। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে রক্ষা করতে গিয়ে যদি মৃত্যুও হয়, হোক। এ তো সাধারণ মৃত্যু নয়, এ যে শাহাদত! ক'জনের ভাগ্যে জোটে এ অপূর্ব নিয়ামত? রক্ষা করতে হবে নূরনবী (সা.)-কে। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে। তিনি না থাকলে তো নও-মুসলিমরা দিশেহারা হয়ে পড়তে পারে। প্রাণপণ লড়তে থাকলেন আবূ বকর (রা.)।

আবূ বকর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা.)। তখনও মুসলমান হননি তিনি। বদর-যুদ্ধে লড়েছেন কাফিরদের পক্ষে। পরে মুসলমান হলেন। একদিন গল্প উঠলো বদর যুদ্ধের। পিতা আর ছেলেতে গল্প হচ্ছিল। আবদুল্লাহ্ (রা.) বললেন,—

www.pathagar.com

'সেদিন, উহু! অনেকবারই আপনাকে বাগে পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু আপনি পিতা, তাই মন চায় নি আপনাকে কতল করতে।' মৃদু হাসলেন আবূ বকর (রা.)। বললেন, 'আমি কিন্তু একবার সুযোগ পেলেও ছাড়তাম না তোমাকে। ইসলামের যে দুশমন, নবীজী (সা.)-এর যে দুশমন, সে তো আমারও দুশমন। পুত্র বলে মোটেও ক্ষমা করতাম না তোমাকে।'—মুগ্ধ হলেন আবদুল্লাহ্ (রা.) পিতার এ ধর্মপরায়ণতায়।

ইসলাম, মুসলিম, রসূল—এ তিনটিই ছিল আবূ বকর (রা.)-এর ধ্যান। একমাত্র সাধনা। হুদায়বিয়ার সন্ধি হচ্ছে। মহানবী বসেছেন শর্ত আলোচনা করতে। পাশেই আবূ বকর (রা.)। কাফির নেতাও বসেছে কয়েকজন। কথা বলতে বলতে এক সময় কাফির নেতা দাঁড়ি ধরে টান দেয় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর। কু-মতলবে নয়। এ ছিল একটি আরবীয় আচার। আবূ বকর (রা.)-ও জানতেন এ রীতির কথা। তা বলে আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর দাড়িতে হাত? টগবগিয়ে উঠলো আবূ বকর (রা.)-এর রক্ত। কোষ থেকে একটানে তলোয়ার বের করলেন তিনি। তারপর ফিরে তাকালেন কাফির নেতাটির দিকে। —'পেয়েছ কি তোমরা?' আবূ বকর (রা.) বললেন, 'আর একটিবার হাত দাও দেখি? হ্যাঁ, আর একটিবার এরূপ করলেই মুণ্ডুটা আলাদা হবে ধড় থেকে।' হতবাক কাফির নেতা। আশ্চর্য অন্যান্য কাফিররাও। এতো পরিবর্তন? সেই দয়াল মিষ্টভাষী আবূ বকর (রা.)-এর একি রূপ? নবীজী (সা.)-এর প্রতি তাঁর কতখানি ভালবাসা, আন্দাজ করতে পারলো তারা।

নবীজী (সা.) একবার খুবই চিন্তাগ্রস্ত। বিরাট আয়োজন নিয়ে নেমে পড়েছে কাফিররা। তবুকের ময়দানে হবে সে

www.pathagar.com

যুদ্ধ। পাল্টা আয়োজন করতেই হবে মুসলমানদের। অনেক টাকাকড়ি দরকার। —অনেক। সাধ্যমত সাহায্য করতে বললেন নবীজী (সা.) মুসলমানদের। ফলে সাহায্য করতে শুরু করলেন সবাই। সাহাবী উসমান (রা.)। নবীজীর জামাতা। বিরাট ব্যবসা ছিল তাঁর। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আহ্বানে বসে থাকলেন না তিনি। পুরো খরচ বহন করলেন তিনি একদল মুজাহিদের। হযরত উমর (রা.) অর্ধেক দান করলেন তাঁর সমস্ত সম্পত্তির। আর আবূ বকর (রা.)? সবাই কৌতূহলী। দেখা যাক। নবীর বন্ধু কি দিয়ে সাহায্য করেন। মস্ত বড় এক থলি নিয়ে হাযির হলেন আবূ বকর (রা.)। দিরহাম আর দীনারে ভর্তি সে থলি। সবাই দেখলেন, এ যে অনেক টাকা।

—'তোমার পরিজনের জন্য কি রেখেছ আবূবকর (রা.)?' নবীজী (সা.) সস্নেহে শুধালেন।

—'আল্লাহ্ আর তাঁর রসূল (সা.)-কে।' হাসিমুখে জবাব দেন আবূ বকর (রা.)। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে নিয়ে এসেছেন আবূ বকর—ইসলামের সেবক আবূ বকর (রা.)। নবী (সা.)-এর বন্ধু আবূ বকর (রা.)। বন্ধুত্বের দাম দিতে গিয়ে সমুদয় সম্পত্তি কুরবানী দিতেও পিছপা হননি তিনি। ইতিহাস তার এ নযীরবিহীন দানকে সোনার অক্ষরে লিখে রাখলো।

www.pathagar.com

৮

কা'বার পথে

মদীনায় হিযরতের পর। আটটি বছর পার হয়ে গেল। ইতি-মধ্যে কতো যুদ্ধ হয়েছে। সন্ধি হয়েছে কাফিরদের সাথে। মুসলিম জনতা হারিয়েছেন অনেক প্রিয়জনকে। আবার পেয়েছেনও অনেককে। আজ আর মার খেতে হয় না তাঁদের। তপ্ত বালুতে হাত-পা বেঁধে শোয়াতেও আসে না কেউ। মক্কার কোরেশরা স্তব্ধ। মুসলমান হয়েছেন অনেকেই। তুলে দিয়েছে মক্কা নগরী মুসলমানদের হাতে। আট বছর পর জন্মভূমি দেখতে গেলেন মুহাজির মুসলমানরা। অনুমতি পেলেন আল্লা-হ্‌র ঘরে হজ্জ করবার। শুরু হলো ইসলামের হজ্জ।

এক বছর পরের কথা। মদীনার মুসলমানরা হজ্জ করতে আসবেন। এবারে নেতা হিসেবে আসতে পারবেন না রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)। অনেক কাজ তাঁর মদীনায়। কাকে পাঠানো যায়? নূরনবী (সা.) চিন্তা করলেন। কে বেশী খিদমত করেছে ইসলামের? নেতা হিসেবে কে-ই বা হবেন বিচক্ষণ? অনেক চিন্তা করে শেষে হযরত আবূ বকর (রা.)-কেই পাঠালেন তিনি। কাউকে আর পেলেন না তাঁর থেকে যোগ্যতর।

www.pathagar.com

সে মহান দায়িত্বের অবমাননা করেন নি আবূ বকর (রা.)। যথাযথ মর্যাদার সাথেই নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। সফল নেতৃত্বই দিয়েছেন হজ্জযাত্রীদের। আরাফাতের ময়দানে খুতবা দিলেন তিনি। সমবেত হাজীদের উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিলেন। হযরত আলী (রা.) ছিলেন সাথে। তিনিও শুনিয়ে দিলেন সূরা তওবার ঐতিহাসিক আয়াত ক'টি—কাফিরদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক-চ্ছেদের ঘোষণা, তাদের কা'বা ঘরে ঢুকতে না দেয়ার ঘোষণা।

হজ্জশেষে মদীনায় ফিরে এলেন হাজিগণ। আবূ বকর (রা.)-ও ফিরে এলেন সেই সাথে। শেষ হলো তাঁর দায়িত্ব—নবীজীর দেয়া প্রতিনিধিত্ব।

ইসলাম পূর্ণতা লাভ করলো। আর দুর্বল নয় মুসলমানরা। তাঁদের দেশ হয়েছে। অস্ত্র আছে। নামী নামী সেনাপতি রয়েছেন। অর্থেও তাঁরা মোটামুটি সচ্ছল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মসজিদে নববী। বিধান দেয়ার জন্য রয়েছে আল-কুরআন। আল্লাহ্‌র কিতাব।

দায়িত্ব তাই শেষ হয়েছে নবীজী (সা.)-এর। আল্লাহ্‌র দীন প্রচার করতে এসেছিলেন তিনি। এসেছিলেন মানুষকে সুপথে আনতে। এসেছিলেন অন্যায়-অনাচারকে উৎখাত করতে—পুতুল পূজা ধ্বংস করতে। সবই হয়েছে। এবার ঘরে ফেরার পালা।

অসুখে পড়লেন রসূলুল্লাহ (সা.)। কঠিন অসুখ তাঁর। দাঁড়াতেও পারেন না তিনি। মসজিদে নববীর ইমামতির বিরাট দায়িত্বভার অর্পণ করলেন বন্ধু আবূ বকর (রা.)-এর ওপর। আল্লাহ্‌র নবীর দেয়া দায়িত্ব। যেমন তা সম্মানের, তেমনি কঠিনও। আবূ বকর (রা.) বাধ্য হলেন এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

www.pathagar.com

শুরু করলেন ইমামতি। একটু সুস্থ বোধ করলেই নামাযে আসতেন রসূলুল্লাহ্ (সা.)। আবূ বকর (রা.)-এর পেছনে নামায আদায় করতেন বসে বসে।

অসুখ বাড়তে শুরু করলো ক্রমে। শেষে আর মসজিদেও যেতে পারেন না নবীজী (সা.)। নামাযের জামাত দণ্ডায়মান। ফজরের জামাত। ইমামতি করছেন আবূ বকর (রা.)। দরজার পর্দা সরালেন নবীজী (সা.)। থর থর করে কাঁপছে তাঁর হাত। দেখলেন নামাযের জামাত। স্থির দৃষ্টিতে দেখলেন নূরনবী (সা.)। চেয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। পর্দা ছেড়ে দিলেন এক সময়। মৃদু হাসলেন তিনি। যোগ্য লোককেই দিয়েছেন তিনি নেতৃত্ব। আবূ বকর (রা.) পারবেন এ নতুন কওমকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে। আশস্ত হলেন রসূলুল্লাহ্ (সা.)।

www.pathagar.com

১

প্রথম খলীফা

ইনতিকাল করলেন নূরনবী (সা.)। এতে দিশেহারা হয়ে পড়লেন মুসলমানরা। সবারই এক বিলাপ—একি হলো? এখন কি হবে? এতদিন নবীজী (সা.) তাদের কাছে ছিলেন সবকিছু। পশুপ্রায় আরব জাতিকে তিনিই তো দিয়েছেন মানুষের মর্যাদা। অশান্তির মধ্যে তিনিই তো শান্তির নিকেতন গড়ে দিয়েছেন। মৃত মানবতাকে তিনিই করেছেন জীবিত। সেই রসূল (সা.)-কে হারাতে হলো! বিরাট এক শূন্যতা বোধ করলেন সবাই।

মুসলমানরা জানতেন—নবীজী (সা.) অসুস্থ। কিন্তু হঠাৎ তাঁর তিরোধান! দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো এ খবর। মদীনার ঘরে ঘরে উঠলো কান্নার রোল। ঊর্ধ্বশ্বাসে সবাই ছুটলেন মসজিদে নববীর দিকে। সবার মনে হাহাকার। সবাই বিলাপ করছেন, চিন্তিত সবাই—এখন কি হবে? কি করতে হবে তাদের!

অনেকে তো বিশ্বাসই করতে চাইলেন না এ সংবাদ। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন হযরত উমর (রা.)। খোলা তলোয়ার

www.pathagar.com

হাতে হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি।—'যে বলবে রসূলুল্লাহ (সা.) মারা গেছেন, তাকেই কতল করবো'—উমর বলতে শুরু করলেন। তাঁকে বোঝানোর মতও কেউ নেই। সবাই যে দিশেহারা।

আবূ বকর (রা.) গিয়েছিলেন শহরের বাইরে। ফিরেই শুনতে পেলেন এ দুঃসংবাদ। থম্‌কে গেলেন তিনি। ফজরেই তো খবর নিয়েছেন নবীজী (সা.)-এর ; কয়েক ঘন্টা আগেই। অথচ একি শুনতে হলো তাঁকে! দ্রুত গেলেন তিনি মসজিদে নববীতে। মসজিদের এক কোণে দাঁড়ালেন তিনি। দেখতে পেলেন মুসলমানদের অবস্থা। আবূ বকর (রা.)-এর মনের অবস্থাও তেমনি। তবুও তিনি একবার কি যেন ভেবে নিলেন। এই পরিবেশে একজনকে শক্ত হতে হবে। সবাইকে একটু হাল্‌কা করতে না পারলে কোন সুরাহা করা সম্ভব নয়।

সমবেত জনগণকে উদ্দেশ্য করে জোর গলায় বলতে শুরু করলেন আবূ বকর (রা.) ঃ

—'ভাইসব! যাঁরা মুহাম্মদ (সা.)-এর ইবাদত করেন, তাঁরা জেনে রাখুন ; মুহাম্মদ আর নেই। তিনি ইনতিকাল করেছেন। আর যাঁরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করেন, তাঁরাও শুনুন, আল্লাহ্ চিরকাল আছেন আর থাকবেনও। মৃত্যু তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারবে না।'

'বন্ধুগণ! আপনারা কি শোনেন নি, কুরআন কি বলেছে? কুরআন কি বলে নাই—মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল মাত্র ছিলেন। যেমন অনেক রসূল (সা.) ছিলেন তাঁর আগেও। যদি রসূল (সা.) ইনতিকাল করেন কিংবা শহীদ হন, আপনারা কি তা'হলে ইসলামকে পরিত্যাগ করবেন?'...

www.pathagar.com

ভীষণ কাজ হলো আবূ বকর (রা.)-এর এ ভাষণে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল সবার। শোকাবেগ দমন করলেন সবাই। কুরআনের নির্দেশ ভুলেছিলেন বলে লজ্জিতও হলেন। সম্বিত ফিরে পেয়ে সমস্যার প্রতি নযর দিলেন সবাই।

মুসলিম জনগণের এ সময়ে প্রথম কাজ ছিল একজন নেতা নির্বাচন। যাঁর নির্দেশ পালন করবেন অন্যরা। যাঁর নির্দেশে পরবর্তী কাজগুলো করা হবে সুষ্ঠুভাবে। ব্যাপারটা কিন্তু সোজা ছিল না। মক্কা থেকে আগত মুহাজিরীন আর মদীনার অধিবাসী আনসাররা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। নিজেদের মধ্য থেকে খলীফা হোক, এটাই চাইছিলেন সবাই। —দু'জন খলীফা হোক, কেউ কেউ বললেন। সমস্যা জটিলতার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলো।

আবূ বকর (রা.) বুঝলেন, বেশী দূর এগুতে দেওয়া ঠিক হবে না। প্রথমে আনসারদের দলের নিকট গেলেন তিনি। বোঝালেন রসূলুল্লাহ (স.)-এর নৈকট্যের দিক থেকে মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। নবীজীর সহচর হিসেবে তাঁদের ত্যাগের কথা। আবূ উবায়দাও যোগ দিলেন আবূ বকর (রা.)-এর সাথে। তিনিও বোঝাতে লাগলেন সবাইকে। খাযরাজ গোত্রের একব্যক্তি বলে উঠলেন, 'যদি তাই হয় তা হলে মুহাজির এবং আনসার দল থেকে মোট দু'জন নেতাকে নির্বাচিত করা হোক।' আবূ উবায়দা (রা.) অনুনয় করে বললেন, 'আনসার ভাইসব! আপনারা মহানবী (সা.)-কে আশ্রয় দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র চোখে আপনারা তাই কতো সম্মানের অধিকারী! আর একটা তুচ্ছ কারণে মুসলিম সমাজে বিশৃংখলার সৃষ্টি হোক—দুই ভাগ হয়ে যাক—এই কি আপনারা চান?'

www.pathagar.com

এ কথায় লজ্জিত হলেন আনসারগণ। উঠিয়ে নিলেন তাঁরা নিজেদের দাবী। সম্মত হলেন মুহাজিরদের মধ্য থেকে খলীফা মনোনীত করতে। এতক্ষণ পরিস্থিতিও আয়ত্তে এলো।

শান্ত পরিবেশে আবূ বকর (রা.) সমবেত সকল মুসলমান-কে সম্বোধন করে বললেন ঃ

—'বন্ধুগণ! আসুন, এখন আমরা একজন নেতা নির্বাচন করি। বন্ধুগণ! আমি মনে করি উমর (রা.) এবং আবূ উবায়দা (রা.) এ দু'জনই খলীফা হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি। আপনারা এ দুইজনের যে-কোন একজনকে খলীফা নির্বাচিত করুন।'

কথা শেষ হলো না আবূ বকর (রা.)-এর। উমর (রা.) এবং আবূ উবায়দা (রা.) একই সাথে উঠে দাঁড়ালেন এবং সকলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

—'যেহেতু আবূ বকর (রা.)-ই ইসলামের খিদমতে সর্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি নবীজী (সা.)-এর বন্ধু ছিলেন, যেহেতু তিনি নবীজী (সা.)-এর অসুস্থাবস্থায় তাঁর আদেশে ইমামতিও করেছেন, সেহেতু তিনিই হবেন আমাদের নেতা, তিনিই খলীফা হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।'

আবূ বকর (রা.)-কে ভাবিয়ে তুললো তাঁদের এ প্রস্তাব। প্রস্তুত ছিলেন না তিনি এ ব্যাপারে। 'না, না' করতে থাকেন তিনি। কিন্তু কেউ সায় দিল না আবূ বকর (রা.)-এর কথায়। উমর (রা.) এগিয়ে এসে লুফে নিলেন তাঁর ডান হাত। আনুগত্যের শপথ নিলেন তাঁর হাত ধরে। খলীফা বলে মেনে নিলেন তাঁকে। দেখাদেখি সকল মুসলমানই এগিয়ে এলেন। আনুগত্যের শপথ নিলেন। মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)।

www.pathagar.com

১০

খলীফার ভাষণ

আবূ বকর (রা.) খলীফা হয়েছেন। দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়লো সারা শহরে। দলে দলে মুসলমান সমবেত হলেন মসজিদে নববীতে। আবূ বকর (রা.)-ও হাযির হলেন সেখানে। জনতার দিকে তাকিয়ে নিলেন এক নযর। শংকিত তাঁর মন। ক্লান্তি যেন ছেয়ে আছে চেহারায়। পারবেন কি তিনি এই গুরুভার বইতে? পারবেন কি জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে? নতুন জাতিকে?

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। উঠে দাঁড়ালেন মিম্বরে। সমবেত মুসলমান উৎসুক চোখে চেয়ে আছেন। কি বলবেন তাঁদের নতুন খলীফা। সবারই মনে আগ্রহ। সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন আবূ বকর (রা.)। বললেন ঃ

—'মুসলমান বন্ধুগণ! আপনারা আমাকে নেতা নিযুক্ত করেছেন আপনাদের। যদিও আমি আপনাদের চেয়ে কোনো-ক্রমেই শ্রেষ্ঠ নই। যদি আমি কোনো ভালো কাজ করি, আপনারা তা সমর্থন করবেন। আর যদি অন্যায় করি, সংশোধন করবেন আমাকে। শুনে রাখুন, সত্যই শ্রেষ্ঠ সাধুতা

www.pathagar.com

আর অসত্যই অসাধুতা। আপনারা যাকে দুর্বল ভাবেন, আমার কাছে সে-ই বেশী শক্তিশালী, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার হক আদায় করতে পেরেছি। আপনাদের মধ্যে যে সবচেয়ে সবল, সে আমার কাছে খুবই দুর্বল, যতক্ষণ না সে তার দাবী মেটাতে পেরেছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যতক্ষণ না এ দাবী তার কাছ থেকে বুঝিয়ে নিতে পেরেছি কড়ায় গণ্ডায়।'

—'জেনে রাখুন, আল্লাহ্‌র প্রতি বাড়াবাড়ি করলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে অসম্মান করেন। কোন মানুষ যদি অনিষ্ট-কারিতার দিকে এগিয়ে যায়, আল্লাহ্ তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে থাকেন।'

—'শুনুন, আমি যতক্ষণ আল্লাহ্ আর তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশ মেনে চলবো—আপনারাও আমার নির্দেশ মেনে চলবেন। আর আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ না মানলে আপনারাও আমার নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবেন না।'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলেন খলীফার এ ভাষণ শুনে। একি নতুন কথা তাঁরা শুনছেন। ভাষণ তো নয়—যেন আল্লাহ্ আর তাঁর রসূল (সা.)-এর আইন পাঠ করে শোনা-লেন তিনি। এই তো সত্যিকার ইসলামী খিলাফতের চিত্র। কোন শাসক কি দিতে পেরেছে জনগণকে এতোটা স্বাধীনতা? আবূ বকর (রা.)-এর আনুগত্যে আর কারো মনে কোন সংশয় থাকলো না।

www.pathagar.com

১১

মহানবী (সা.)-এর কথা রক্ষা

রসূলুল্লাহ (সা.) বেঁচে থাকতেই সিরিয়া অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন মুসলমানগণ। সেনাপতিও ঠিক করা হয়েছিল উসামা (রা.)-কে। নবীজী নিজেই মনোনীত করেছিলেন তাঁকে।

উসামা (রা.)-ও আগ্রহী ছিলেন সিরিয়া অভিযানে। কেননা তাঁর পিতা যায়েদ (রা.)-কে সিরিয়াবাসীরাই মূতার যুদ্ধে হত্যা করেছিল। নবীজী (সা.)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিলেন যায়েদ (রা.)। ধর্মদ্রোহী ছিল সিরিয়াবাসীরা। মুসলমানদের দু'চোখে দেখতে পারতো না তারা। কাজেই প্রস্তুতি চলতে লাগলো যুদ্ধ যাত্রার। তা সম্পন্ন হতে না হতেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন নবীজী (সা.)। আর হঠাৎ ইনতিকাল করলেন তিনি। যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি বন্ধ থাকলো কয়েক সপ্তাহ। এ সমস্যার সমাধান করবেন নতুন খলীফা। হযরত আবূ বকর (রা.) বন্ধু মহা-নবী (সা.)-এর প্রস্তুতি পর্বকে চূড়ান্ত রূপ দিতে মনস্থ করলেন।

কি করে সমাধান করবেন, চিন্তা করলেন খলীফা আবূ বকর (রা.)। সমস্যা শুধু এই একটিই নয়। মক্কা বিজয়ের দিন দলে দলে লোক মুসলমান হয়েছিলো। পূর্বে তাঁরা ইসলাম

www.pathagar.com

সম্বন্ধে খুব একটা ভালো ধারণা পোষণ করতো না। অন্যান্য ধর্মের মতোই ভাবতো ইসলামকেও। নবীজী (সা.)-এর ইনতি-কালের পর ইসলামও খুব বেশীদিন টিকবে না বলে মনে করলো তারা। তারা ইসলাম সম্বন্ধে হলো সন্দিহান। নিজ নিজ সাবেক ধর্মে ফিরে যেতে মনস্থ করলো অনেকে। খলীফা মহা ফাসাদে পড়লেন এদের নিয়ে। দেশের ভেতরে চরম গোল-যোগ দেখা দিল।

অনেক সাহাবী সিরিয়া অভিযান বন্ধ রাখার প্রস্তাব দিলেন এ জন্যে। দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অশান্তি দূর না হওয়া পর্যন্ত অভিযান মুলতবী রাখার পরামর্শ দিলেন কেউ কেউ। আবূ বকর (রা.) মানতে পারলেন না তাঁদের এ পরামর্শ। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যে পতাকা উড্ডীন করেছেন, কোনো-মতেই তা গুটাতে চাইলেন না তিনি। হযরত উমর (রা.)-কে তিনি নিজের কাছে রাখলেন পরামর্শদাতা হিসেবে।

উসামা (রা.)-এর বয়স কুড়ি পার হয়নি তখনও। তিনিই দেবেন এ বিশাল অভিযানের নেতৃত্ব। সেনাপতি হিসেবে তাঁকে বাদ দেয়ার পরামর্শ দিলেন কোন কোন সাহাবী। বললেন, —'এ যুবকের উপর ভরসা করা ঠিক হবে না আমীরুল মুমিনীন। বরং ঝানু দেখে কোন সেনাপতিকে পাঠান।' খলীফা সে কথা শুনলেন না। শুনবেনই বা কি করে? প্রিয় নবী (সা.) যাঁকে নিজে মনোনীত করেছেন, তাঁকে কি করে বাদ দেবেন তিনি? না, উসামা (রা.)-ই পারবেন। নিশ্চয়ই পারবেন উসামা (রা.)। কারণ নবীজী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত তো ভুল হতে পারে না।

www.pathagar.com

মহানবী (সা.)-এর ইন্তিকালের তিন সপ্তাহ পর। এক দিন উসামা (রা.)-এর বাহিনী যাত্রা করলো। সিরিয়া অভিযানে চললো ইসলামী ফৌজ। আবূ বকর (রা.) পায়ে হেঁটেই শহরের বাইরে চললেন এ বাহিনীর সাথে। অনেক দূর এগিয়ে দিলেন তাদের। এবারে মদীনায় ফিরতে হবে তাঁকে। উসামা (রা.)-কে শেষবারের মতো স্মরণ করিয়ে দিলেন খাঁটি মুজাহিদের কাজের মূলনীতিগুলো।

বললেন ঃ

—'অন্যায় করো না। ধোকা দিও না কাউকে। গনীমতের মাল লুকিয়ে রেখো না। কোন মানুষের অঙ্গহানি করো না। কোন বৃদ্ধ, শিশু কিংবা নারীকে যেন হত্যা না করা হয়। শস্য-ক্ষেতে আগুন লাগিয়ো না। কিংবা ফলের গাছ কেটো না। গরু-ছাগল-উটকে নিজেদের খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া যবাই করো না। তোমরা সেই জনগণের সাথে দুর্ব্যবহার করো না, যারা তোমাদের নিজ রাজ্যের অধিকার দিয়ে দিচ্ছে। অনিষ্ট করো না কোন সাধু-সন্ন্যাসী কিংবা আশ্রমের।'

খুবই সফল হয়েছিল উসামা (রা.)-এর এ অভিযান। চল্লিশ দিনের মধ্যে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে হামলা চালিয়েছিলেন তিনি। থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছিলেন শত্রুদের। অপরদিকে দুর্বল-ঈমান মুসলমানরাও ইসলাম ত্যাগের সিদ্ধান্তকে বর্জন করলো। ইসলাম অবশ্যই টিকবে—এ বিশ্বাস জন্মালো তাদের। এ যুদ্ধই তাদের করলো অনুপ্রাণিত। বিরাট এক ধ্বংসের হাত থেকে অল্পের জন্যে রক্ষা পেলো ইসলাম। খলীফার দূরদর্শিতা এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করলো সব কিছু।

www.pathagar.com

১২

বাতিলের বিরুদ্ধে

উসামা (রা.)-এর সাফল্যে খুশী হলেন খলীফা। আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর এ শেষ ইচ্ছাকে সফল করতে পেরে। সমস্যার কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শিশু ইসলামী রাষ্ট্র তখন সমস্যার ভারে টলোমলো। সমস্যার এক পাহাড় চেপে বসেছে নতুন খলীফার মাথার উপর।

মদীনার কাছে নজ্‌দ্‌ প্রভৃতি এলাকার নও-মুসলিমরা খেয়াল-খুশী মতো মুসলমান হয়েছিল। ইসলামের ত্যাগের মহিমা ছিল তাদের অজানা। শৃংখলাকে তাই শিকলের মতোই তারা বাধা মনে করছিল। দুরন্ত মরু সাইমূমের মতো চলা ছিল তাদের স্বভাব। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর জীবদ্দশায় বাধ্য হয়েই যেন ইসলাম গ্রহণ করছিল এ বেদুঈন মরুচারীরা।

সুবর্ণ সুযোগ মনে করলো তারা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর ইনতিকালকে। নেতাদেরকে পাঠালো তারা খলীফার দরবারে। নামায পড়তে আপত্তি নেই তাদের। রোযাকেও খুব একটা কষ্ট মনে করে না তারা। অন্যান্য বিধি-বিধানও তারা মানবে। আপত্তি শুধু ঐ যাকাতের ব্যাপারে। যাকাত না দিলে যাতে

www.pathagar.com

চলে—এ হুকুমটি পাশ করাতে হবে খলীফার দরবারে। শুধু যাকাত থেকে রেহাই চায় তারা। যাকাত হলো সারা বছর সব ব্যয় বাদে, বাড়তি মাল-সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ আল্লাহ্‌র নির্দেশে খরচ করা। খলীফা আদায় করবেন এ টাকা, সম্পদ। আর তা খরচ করবেন শুধু দুঃখীদের জন্য। এই যাকাত দিতেই অস্বীকার করছিল তারা।

আরো এক সমস্যা। অনেক চালবাজ লোক ছিল সে সময়েও। তারা ভাবতো আল্লাহ্‌র রসূল কিংবা নবী হওয়া ওসব বাজে কথা। —স্রেফ ধাপ্পাবাজি। —আসলে নেতা হওয়ার চালমাত্র —মানুষের মন জয় করার ফন্দি। রাতারাতি নেতা হওয়ার জন্যে তাই অনেকেই নবী বলে দাবী করলো নিজেদের। পুরুষ তো বটেই, মহিলাও একজন গ্রহণ করলো এ-কৌশল। মদীনা থেকে দূরবর্তী এলাকাগুলোতে প্রচার শুরু করলো এ ভন্ড নবীর দল। ভক্তও যোগাড় করে ফেললো কিছু কিছু।

একেকটি দিন যায়, এক-এক নতুন সমস্যার খবর এসে পৌঁছায় রাজধানীতে। খলীফার কানেও পৌঁছে এই দুঃসংবাদ। উদ্বিগ্ন করে তোলে তাঁকে। সমস্যার অথই সাগরে হাবুডুবু খান আবূ বকর (রা.)। এবার সংকল্প নেন, সমূলে উৎখাত করতে হবে অনাচার। আল্লাহ্‌র দ্বীনকে কন্টক-জাল থেকে মুক্ত করতেই হবে ;—রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সাধনাকে বৃথা যেতে দেয়া যাবে না কোনোক্রমেই। রক্ষা করতে হবে ইসলাম এবং ইসলামী খিলাফতকে। মজলিসে শূরা বা উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক বসলো মসজিদে নববীতে। কয়েকজন সাহাবীর সাথে এ নিয়ে আলোচনা করলেন আবূ বকর (রা.)—সমস্যা সমাধানের পথ বের করতে।

www.pathagar.com

১৩

দ্বীনের প্রশ্নে আপোষহীন

যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে আপোষ করার পরামর্শ দিলেন অনেক সাহাবী। বললেন,—'আগে বড় দুশমনদের সাথে লড়তে হবে। এক্ষেত্রে এদের দাবীর সাথে সমঝোতা করাই ভালো।'

খলীফা কিন্তু সায় দিতে পারলেন না তাঁদের প্রস্তাবে। —'কী, আল্লাহ্‌র আদেশের বিরুদ্ধে সমঝোতা? অসম্ভব।' মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নও অনেকে বড় করে দেখাতে চেষ্টা করলেন। খলীফার রক্ত টগবগ করে উঠছিল! না, আল্লাহ্‌দ্রোহীদের সাথে কোন আপোষ চলতে পারে না। উত্তেজনায় কাঁপছেন খলীফা। আল্লাহ্‌র শপথ করে তিনি ঘোষণা করলেন ঃ 'রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে একটি ছাগলছানাও যার যাকাত হিসেবে নেয়া হতো—তা দিতেও যদি কেউ অস্বীকার করে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি।'

নিরাশ হয়ে ফিরে গেল আওস ও জুবিয়ান গোত্রের দূতেরা! উসামা (রা.)-এর আগমনের অপেক্ষায় থাকলেন আবূ বকর (রা.)। দেখতে দেখতে উসামা (রা.) একদিন ফিরে এলেন। তাঁকে নিজ প্রতিনিধি হিসেবে মদীনায় রেখে নিজেই সৈন্য

www.pathagar.com

নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন খলীফা। বীরের মতো লড়াই করলেন আবূ বকর (রা.)। বিষদাঁত ভেঙে দিলেন যাকাত অস্বীকার-কারীদের। যুদ্ধ-সাধ মিটিয়ে দিলেন তাদের। দুশমন পর্যুদস্ত হলো। যাকাত দিতে বাধ্য হলো অস্বীকারকারীরা। যারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তারাও গুটিয়ে নিল ষড়যন্ত্রের জাল। ঐক্য-সংহতিও রক্ষা পেল মুসলমানদের। বিজয়ী গাযীর বেশে ফিরে এলেন আবূ বকর (রা.) রাজধানী মদীনায়। আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন তিনি ধর্মদ্রোহীদের পরাজয়ে।

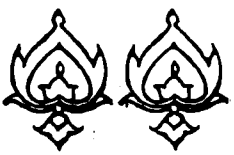

www.pathagar.com

১৪

আল্লাহ্‌র সৈনিকদের উদ্দেশ্যে

যাকাত অস্বীকারকারীরা খতম হলো। এবারে ভণ্ড নবীদের পালা। উসামা (রা.)-এর মুজাহিদ বাহিনী তখনও মদীনায় বিশ্রাম নিচ্ছে। বিশ্রাম নিচ্ছিলেন উসামা (রা.)-ও। সিরিয়া জয়ের ধকল কেটে গেছে। তাঁরা এখন নতুন অভিযানের জন্য অপেক্ষমান।

আবূ বকর (রা.) একযোগে আক্রমণ করতে চাইলেন ভণ্ড-দের। কাজেই সৈন্য বৃদ্ধিতে মনোযোগী হলেন তিনি। সব আয়োজন সমাপ্ত। এবারে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় শত্রুর উপর। কিন্তু খলীফা তা করলেন না। ইসলামের বিধানও তা নয়। প্রথমে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন তিনি। সব ভণ্ড নবীর কাছে —তাদের ভক্তদের কাছে—তিনি নতুন করে পাঠালেন ইসলামের দাওয়াত।

—'ইসলাম কবূল করো। সব অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে তোমাদের।'

ভণ্ডের দল প্রত্যাখ্যান করলো এ আহ্‌বান। তুচ্ছ ভাবলো তারা মুসলমানদের অস্ত্রবলকে। তাদের ঈমানী বলকে ভাবলো ধোকাবাজী।

www.pathagar.com

এবারে এদের সমুচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন খলীফা। উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে এক বিরাট সেনাদল রওয়ানা করিয়ে দিলেন তিনি। নজ্‌দ-এর দিকে বারো মাইল এগিয়ে গেলো মুসলিম বাহিনী। খোদ খলীফাও সাথে গেলেন তাদের। সেখানে গোটা বাহিনীকে এগারোটি ভাগে ভাগ করে দিলেন তিনি। প্রত্যেক ভাগে দিলেন একজন করে সুদক্ষ সেনাপতি। বিভিন্ন পথে পাঠালেন তাদের।

যাত্রার প্রাক্কালে এগারোজন সেনাপতির জন্য একটি সাধারণ নির্দেশ প্রদান করলেন আবূ বকর (রা.)। বললেন ঃ

—'সেনাপতিগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলে, সে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করে, তারা কেবল ইসলাম-দ্রোহীদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করে। শুনুন! অস্ত্র বের করার আগে আবারো তাদের আল্লাহ্‌র পথে আহ্‌বান করবেন। বলবেন, তারা ঈমান আনলে ক্ষমা করে দেয়া হবে তাদের। যদি তারা এ ঘোষণায় সাড়া না দেয়, হক পথে না আসে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন। সাবধান! বেসামরিক লোককে হত্যা করবেন না। এরপরও যদি তারা ইসলাম কবুল করে নেয়, তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন। সেনাপতিগণ নিজ নিজ অধীন সৈন্যদের কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকবেন। তাদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করবেন। তাদের বিশ্রামের জন্য আরামদায়ক ব্যবস্থা করবেন।'...

মাথা পেতে মেনে নিলেন সেনাপতিগণ খলীফার এ মূল্যবান নির্দেশ। অতঃপর তাঁরা রওয়ানা হলেন বিভিন্ন ভণ্ড নবীর মুকাবিলায়।

www.pathagar.com

১৫

ভণ্ড নবী দমনে

॥ এক ॥

হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী আক্রমণ করলো তুলায়হাকে। তুলায়হা মুসলমানই ছিল কিন্তু বিদায় হজ্জর পরে ফিরে এসেই সে দাবী করেছিলো পয়গাম্বরী। তার নিজ সম্প্রদায় বনূ আসাদ সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল তার এ দাবীকে ; আর প্রচার করতে লাগলো তা চারদিকে। দেখাদেখি বেশ কিছু সমর্থকও পেয়ে গেল তুলায়হা। গাতফান গোত্রও ভিড়ে গেলো তার দলে।

খালিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নেহাত কম প্রস্তুতি নেয়নি তারা। তবুও পরাজিত হতে হলো তাদের। প্রচণ্ড যুদ্ধের শেষভাগে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো তুলায়হা। সিরিয়া রণাঙ্গনের যুদ্ধ গেল থেমে। পুনরায় তওবা করলো সে। ভুল ভেঙে গেছে তার। দ্বিতীয় দফা মুসলমান হলো সে। এবারে বেশী বেশী খিদমত করতে শুরু করলো ইসলামের - যাতে করে নিষ্কৃতি পায় সে মিথ্যে নবী-দাবীর গুনাহ্ থেকে। তবুও হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সময়ের ইতিহাসে তার কালিমালিপ্ত নাম চিরকাল আঁকা রইলো।

www.pathagar.com

তুলায়হার দর্প খর্ব হলো। এবারে খালিদ (রা.) ছুটলেন মালিকের দিকে। মালিক বিন নাভীরা ছিলো বনূ তামীম কবীলার লোক। সে যাকাত বন্ধ করে দিয়েছিলো গোটা কবীলার। মদীনায় যুদ্ধের প্রস্তুতির খবর তারাও শুনেছিল। তাই তৈরী হয়েছিল যুদ্ধের জন্যে। কিন্তু তাদের এ প্রস্তুতি বেশীক্ষণ ধোপে টিকলো না। খালিদ (রা.)-এর আগমনের খবরেই সবাই চুপসে গেল যেন। মুসলিম বাহিনী ময়দানে উপস্থিত। মালিক তার কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে আত্মসমর্পণ করলো খালিদ (রা.)-এর কাছে। খালিদ (রা.) তাদের বন্দী করলেন।

রাতটা ছিল খুবই ঠাণ্ডা। মালিক আর তার সঙ্গীরা শীতে খুবই কষ্ট পেতে লাগলো। আর সহ্য হয় না। বারংবার গরম কাপড় চাইতে লাগল তারা। রক্ষীরা খালিদ (রা.)-কে জানালো এ খবর। খালিদ (রা.) বললেন, 'দেয়া হোক।' এতে ভুল বুঝলো রক্ষীরা। তারা ভাবলো, মৃত্যুদণ্ড দেয়ার কথাই বুঝি বললেন সেনাপতি। ব্যাস, আর কোন কথা নেই। ফরসা হওয়ার আগেই তারা হত্যা করলো মালিককে। তার সঙ্গীদেরও ছাড়লো না। একে একে সবার ঘাড় থেকে মাথা ছিটকে পড়লো—মুসলিম রক্ষীদের তরবারির কোপে।

সকালে এ খবর শুনলেন সেনাপতি। অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি। এবারে কি জওয়াব দেবেন খলীফাকে? খলীফার আদেশ তো রক্ষা করা গেলো না! কিন্তু ভেবেই বা কি করবেন তিনি? মৃতকে তো আর জীবিত করা যায় না! নীরবে মনঃক্ষুণ্ন হয়েই রইলেন সেনাপতি খালিদ (রা.)।

এদিকে মালিকের আত্মীয়রা সুযোগ পেয়ে গেল। খবর-টাতে রং চড়িয়ে প্রচার করলো তারা। মদীনায় পৌঁছে গেল

www.pathagar.com

এ খবর। খলীফার কাছে রক্তের বদলা পর্যন্ত দাবী করতে লাগলো মালিকের আত্মীয়রা।

খলীফা আবূ বকর (রা.)-ও পড়লেন মহা ফাঁপরে। বুঝলেন তিনি—এটা খালিদ (রা.)-এর ইচ্ছাকৃত নয়। এত বড় ভুল ইচ্ছে করে ঘটাতে পারেন না তিনি। নতুন সেনাপতি নন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)। খোদ রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে 'আল্লাহ্‌র তরবারি' খেতাব দিয়েছেন। কি বিধান দেয়া যায় তাঁর এ ভুলের? খুনের বদলে খুন? না, সে অসম্ভব। এমন কি খালিদ (রা.)-কে একটা সতর্কতাজ্ঞাপক নোটিশও দিলেন না খলীফা; বরং খুনের বদলা খলীফা নিজেই দিয়ে দিলেন। প্রচুর টাকা দিলেন তিনি মালিকের আত্মীয়দের। তারা তুলে নিল হত্যার অভিযোগ। বিপদমুক্ত হলেন খালিদ (রা.)। হাঁফ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হলেন খলীফা-ও।

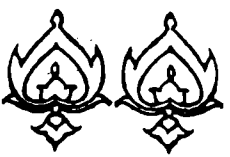

www.pathagar.com

১৬

ভণ্ড নবী দমনে

॥ দুই ॥

মিথ্যুক মুসায়লামাই ছিল ভণ্ড নবীদের মধ্যে বেশী চালাক-চতুর। সে নিজেকে নবী দাবী করলো এবং ইয়ামামায় শক্ত ঘাঁটি তৈরী করে ফেলল। রসূলুল্লাহ (সা.) তখন গুরুতর অসুস্থ। সে সময়ে মুসায়লামা একটা ধৃষ্টতাপূর্ণ পত্র লিখলো আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে। লিখল ঃ

'আমরা দু'জনই আল্লাহ্‌র নবী ; সুতরাং আসুন, আমরা ইসলামী রাষ্ট্রকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেই নিই।'

মহানবী (সা.) কঠোর ভাষায় জবার দিলেন এ পত্রের। তিনি লিখলেন ঃ

'মিথুক ! এ রাজ্য আল্লাহ্‌র। তিনিই একমাত্র মালিক এ ভূ-খণ্ডের। শীঘ্রই তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্য থেকে এর খলীফা নিযুক্ত করবেন।'

নবীজীর ইন্‌তিকালের পর মুসায়লামা বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করলো এবং তৈরী হলো মুসলিম বাহিনীর সাথে লড়াই করতে।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে আরেক কাণ্ড ঘটে গেল। সাজাহ নামে এক খৃস্টান মহিলাও নবুয়তের দাবী করে বসলো। সাজাহ মানুষকে বোঝালো, আল্লাহ্ শুধু পুরুষদের নবুওত দেবেন—এ হতে পারে না। মহিলারাও আল্লাহ্র নবী হতে পারে এবং সে নিজেই আল্লাহ্র মহিলা নবী। অনেকে বিশ্বাস করলো তাকে।

অনেক শক্তি সঞ্চয় করলো সাজাহ এবং এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হলো সে। পথিমধ্যে মুসায়লামার সঙ্গে দেখা। মুসায়লামা ভাবলো, একে হাত করতে পারলে তো শক্তি আরো বেড়ে যাবে তার। কালবিলম্ব না করে তাই সাজাহকে বিয়ের প্রস্তাব দিল সে। সাজাহও রাজী হয়ে গেল। দুই মিথ্যেবাদী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। এবারে মুসায়লামার শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। চার হাজার শক্তিশালী সৈন্য হয়ে গেল মিথ্যুক মুসায়লামার।

ইকরামা বিন আবূ জেহেল (রা.)-এর সৈন্য বাহিনী ইয়ামামার দিকে এগুচ্ছিল। 'আগেই আক্রমণ করো না'—আবূ বকর (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন ইকরামা (রা.)-কে। তিনি বলেছিলেন ঃ 'শারাজিলের বাহিনী না পৌঁছা পর্যন্ত চুপচাপ থাকবে। কিন্তু তর সইছিল না ইকরামা (রা.)-এর। ইয়ামামার যুদ্ধের কৃতিত্ব একাই পাওয়ার আশা করছিলেন তিনি। খলীফার নির্দেশ অমান্য করে তাই আক্রমণ করে বসলেন তিনি মুসায়লামাকে। বিপরীত ফল দেখা দিল এতে। মুসায়লামার বাহিনীর হাতে শক্ত মার খেলো মুসলিম মুজাহিদরা। আবূ বকর (রা.) চিন্তিত হলেন এ সংবাদে। তিনি মহাবীর খালিদ (রা.)-কে লিখলেন ইকরামা (রা.)-কে সাহায্য করার জন্যে। খালিদ (রা.)-ও খলীফার হুকুম পেয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন ইয়ামামার দিকে। যথাসময়ে

www.pathagar.com

খালিদ (রা.) এবং শারাজিলের মিলিত বাহিনী ইকরামা (রা.)-কে সাহায্য করলো। এ তিন বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে ঘায়েল হলো মুসায়লামা। ইয়ামামার প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ হলো। মিথ্যুক নবী আর তার সমর্থকরা প্রাণপণে যুদ্ধ করলো। প্রচণ্ড যুদ্ধশেষে বিপর্যয় নেমে এলো মুসায়লামার বাহিনীতে। মুসায়লামা কয়েকজন সঙ্গীসহ পালাতে চাইলো—কিন্তু মুসলিম বাহিনী ছাড়লো না। সাঙ্গ-পাঙ্গসহ মুসায়লামা নিহত হলো মুসলিম বাহিনীর হাতে।

মিথ্যুক মুসায়লামাকে হত্যার কৃতিত্ব ছিল কালো কুৎসিত ওয়াহ্‌শী নামে এক নিগ্রো মুসলমানের। হিন্দার কেনা গোলাম ছিল ওয়াহ্‌শী। কাফির দলপতি আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা। এই হিন্দা ছিল একজন চরম বদমেজাদী হিংসুটে মহিলা। হিন্দা ওহুদের যুদ্ধের সময় ওয়াহ্‌শীকে বলেছিল, 'যদি মুসলিম বীর হামযা (রা.)-কে হত্যা করতে পারিস, তবে তোকে মুক্ত করে দেব।'

হযরত হামযা (রা.) ছিলেন নবীজীর চাচা। বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন তিনি। বদরের যুদ্ধে তিনি হত্যা করেছিলেন অনেক কাফির নেতাকে। এরই প্রতিশোধ নিয়েছিল হিন্দা। ওয়াহ্‌শী হত্যা করেছিল হযরত হামযা (রা.)-কে। নিষ্ঠুর হিন্দা হযরত হামযার কাঁচা কলিজা টেনে বের করে চিবিয়েছিল। ওয়াহ্‌শীকে মুক্ত করে দিয়েছিল সে এ খুশীতেই ;—প্রতিশোধ নিতে পারার খুশীতে।

মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হলো ওয়াহ্‌শী। হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যা করায় চরম দুঃখ পাচ্ছিল সে। নবীজী (সা.)-এর দরবারে ভেঙে পড়ল সে অনুশোচনায়। নূরনবী (সা.)

www.pathagar.com

ক্ষমা করলেন তাকে। বললেন,—'এবার ইসলামের শত্রুর ওপর এ শক্তি দেখিও।'

সুযোগের সন্ধানে ছিল ওয়াহ্‌শী। আর সে সুযোগ পেয়ে গেল ইয়ামামার যুদ্ধে। পয়গাম্বরীর দাবীদার মিথ্যুক মুসায়লামাকে হত্যা করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো ওয়াহ্‌শী। ইসলামী খিলাফত মুক্তি পেল এক চরম বিপদ থেকে।

মুসায়লামা ছিল বনূ হানীফা গোত্রের লোক। তার গোত্রের প্রায় সবাই অস্ত্র ধরেছিল মুসলমানের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ জয়ের পর নির্দেশ এলো খলীফার, 'বনূ হানীফার যত লোক মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছিল, সবাইকে হত্যা করো।' কিন্তু আগেই তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)। জীবন ভিক্ষা পেয়ে তারা সবাই ফিরে এলো ইসলামে। তাওহীদের বাণী আবার উচ্চারিত হলো বনূ হানীফার সকল ঘরে।

প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল মিথ্যুক ভণ্ড নবীর দল। একে একে তারা আত্মসমর্পণ করছিলো মুসলমানদের হাতে। ইয়েমেনে কিন্তু তখনও কিছু লোক বদমায়েশী করছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) জীবিত থাকাকালেই ইয়েমেনের আনাস কওমের আসওয়াদ নামে একজন নবী বলে দাবী করেছিল নিজেকে। অনেক চেলাও জুটেছিল তার দলে। দলটা যখন বেশ ভারী হয়ে উঠলো, তখন সে হঠাৎ করে একদিন ইয়েমেনের রাজধানী 'সানা' আক্রমণ করে বসলো। এ সবের কিছুই জানতো না মুসলিম বাহিনী! বাধা দেয়ার সময়টুকুও তারা তাই পেলো না। আসওয়াদ তার দলবল নিয়ে সোজা ইয়েমেনের গভর্নরকে হত্যা করলো। তারপর জোর করে বিয়ে

www.pathagar.com

করলো গভর্নরের বিধবা স্ত্রীকে। ইয়েমেনে তারই রাজত্ব চলতে থাকলো।

এ খবর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কানে পৌঁছলো। তিনি মুসলমান সেনাপতিদের নির্দেশ পাঠালেন জালিমটাকে খতম করে দিতে। কথামত কয়েকজন মুসলমান সেনাপতি 'সানা' এলেন এবং সাবেক গভর্নরের বিধবা স্ত্রীর সাহায্য এক রাতে খতম করলেন আসওয়াদকে। এ খবর যখন মদীনায় পৌঁছলো ; তখন নবীজী (সা.) আর ইহলোকে নেই। ঘটনার একদিন পূর্বেই তিনি ইন্‌তিকাল করেছেন।

আসওয়াদ খতম হলেও তার দলের কিছু লোক তখনও রয়ে গেছে। আসওয়াদের সেনাপতি কায়েস তখনও জীবিত ছিল। সুবর্ণ সুযোগ মনে করলো কায়েস রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্‌তিকালকে। সে গোপনে দল পাকাতে শুরু করলো। ষড়-যন্ত্র করলো ইয়েমেন পুনরায় দখল করতে। হযরত আবূ বকর (রা.) টের পেয়ে যান এদের ষড়যন্ত্র। দু'টি সৈন্যবাহিনী 'সানা'য় পাঠিয়ে দিলেন তিনি। মুসলিম বাহিনী দু'টি যথা-সময়ে 'সানা'য় পৌঁছালো। ব্যর্থ হলো কায়েসের সকল ফন্দি। 'সানা' পুনরায় দখলে এলো মুসলমানদের। মুসলিম বাহিনী কায়েস আর তার সেনাপতি আমর বিন মাদি কারব জুবেরীকে বন্দী করলো এবং খলীফার কাছে মদীনায় পাঠিয়ে দিল। খলিফা তাদের ক্ষমা করে দিলেন। তারাও পুনরায় মুসলিম দলভুক্ত হলো। ভণ্ডনবীদের শেষ চিহ্নটুকু ইসলামী রাষ্ট্র থেকে মুছে গেল। বিরাট এক চিন্তা থেকে রেহাই পেলেন হযরত আবূ বকর (রা.)।

www.pathagar.com

১৭

গোলযোগ দমনে

উৎপাত কিছু কমলো। ভণ্ড নবীদের প্রতারণা খতম হলো। বাহ্‌রাইনে কিন্তু তখনো আরেক ধরনের গণ্ডগোল চলছিল। ইসলামের জয়-জয়কার অবস্থা দেখেই মুসলমান হয়েছিল বাহ্‌রাইনের লোকগুলো। আল্লাহ্‌, রসূল, ধর্ম, অতো-শতো বুঝতো না তারা। মক্কা বিজয়ের সময় মুহাম্মদ (সা.)-এর খুব নাম-ডাক, সবাই তাঁর ধর্ম মেনে নিচ্ছে দেখে তারাও মুসলমান হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্‌তিকালের পর যখন ইসলামী রাষ্ট্র টলোমলো, নতুন খলীফা হয়েছেন আবূ বকর (রা.); তখন তারা ভাবলো—আর কি, এখন আবার আগের ধর্মেই ফিরে যাই। এদের মধ্যে সবচেয়ে পাজী ছিল বনূ বকর কবিলা। এরাই শুরু করেছিলো এ উৎপাত। হাতিম নামে একটা লোক ছিল তাদের সর্দার। উসমানের লোকগুলোও ওদের দেখাদেখি একটু কোশেশ করছিল ইসলামের অনুশাসন থেকে বেরিয়ে যাবার।

খলীফার কাছে এ খবর পৌঁছলো। 'আলা বিন হাজরামীকে তিনি পাঠালেন বাহরাইনে। 'আলা তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে

www.pathagar.com

বাহরাইনে পৌঁছলেন। যুদ্ধ হলো বনূ বকরের সাথে। যুদ্ধে বনূ বকর পরাজিত হলো। দলপতি হাতিম হলো নিহত। আবার ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করলো বনূ বকর গোত্র। এভাবে উসমানেরও দফারফা করলেন আবূ বকর (রা.)। মুসলমান বাহিনী তাদের সব ষড়যন্ত্রের মূল উপড়ে ফেললো। সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর দান এ ব্যাপারে ছিল সবচেয়ে বেশী। অধিক শত্রুকে তিনিই আঘাত হেনে শায়েস্তা করেছিলেন। এবারে দেশের ভেতরে আর কোন গোলমাল রইল না। স্বস্তি পেলেন খলীফা আবূ বকর (রা.)।

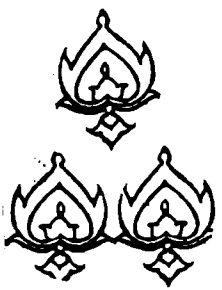

www.pathagar.com

১৮

সাম্রাজ্যবাদী দমনে

দেশের ভেতরের বিপদ তো খতম হলো। এবারে বাইরের শত্রুদের দিকে নজর দিলেন খলীফা আবূ বকর (রা.)। ইরান তখন ছিল এক শক্তিশালী রাষ্ট্র। খসরূ পারভেজ ছিল তার রাজা। খসরূ সর্বদাই মুসলমানদের ক্ষতি করতে সুযোগ খুঁজতো। রসূলুল্লাহ (সা.) একবার তাকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছে করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ খসরূ তার পুত্রের হাতে নিহত হয়। বিরাট ইরানী রাষ্ট্রে গোলযোগ শুরু হয়ে যায়।

খলীফা ভাবলেন, সীমান্তের এ শত্রুদের শাস্তি দেয়ার এটাই সুযোগ। তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর অধীনে একদল সৈন্যকে দক্ষিণ ইরানের দিকে পাঠালেন। আবার তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কা'কা বিন আমর (রা.)-কে একদল মুজাহিদসহ পাঠিয়ে দিলেন। এছাড়া ইরাকের দিকে, মানে উত্তর ইরানেও তিনি পাঠালেন আরেক দল মুজাহিদ। এদের সেনাপতি হিসেবে পাঠালেন আয়াষ বিন গানাম (রা.)-কে। ইরাক তখন ইরানী রাজ্যের অংশ ছিল।

www.pathagar.com

সরাসরি কোন দেশকে আক্রমণ করা মুসলমানদের নীতি নয়। খালিদ (রা.) তাই চিঠি পাঠালেন ইরানী সেনাপতি হরমুজের কাছে। তাতে লিখলেন ঃ

'ইসলাম কবুল কর। নিরাপদে থাকো। নয়তো জিযিয়া দাও। আর একান্তই যদি না মানো, তাহলে অস্ত্র হাতে নাও। আমার সাথে এমন একদল যোদ্ধা রয়েছেন যাঁরা মৃত্যুকে ঠিক তেমনি ভালবাসেন যেমন তোমরা ভালোবাসো বেঁচে থাকতে।'

জিযিয়া ছিল মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের একটা ট্যাক্স। এটা দিয়ে তারা জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতো। অহংকারী হরমুজ কোন মূল্য দিল না এ পত্রের। উল্টো সৈন্য পাঠালো যুদ্ধ করতে। ঝানু সব সেনাপতি এলো মুসলমানদের সাথে লড়তে। এমন কি বাহ্‌মন এবং জামান নামের ইরানী জাতীয় বীরেরা পর্যন্তও—কিন্তু একে একে সবাই হেরে গেল মুসলমানদের কাছে। অনেক ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করে পিছপা হতে বাধ্য হলো তারা।

ইরান-ইসলামী সীমান্তে হীরা নামে একটা প্রদেশ ছিল ইরানীদের। সেখানকার বেশীর ভাগ লোকই ছিল খৃস্টান। অগ্নিপূজক ইরানীরা মোটেই দেখতে পারতো না তাদের। এই-বার সুযোগ পেয়ে খালিদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো হীরার অধিবাসীরা। এদের দেখাদেখি আশেপাশের কয়েকটি প্রদেশও বশ্যতা স্বীকার করলো মুসলিম বাহিনীর। খালিদ (রা.) হীরাকে সীমান্তের মুসলিম সেনা ছাউনীতে পরিণত করলেন। এরপর আম্বার এবং আইন-উত-তা'মও খালিদ (রা.)-এর হাতে এলো। হযরত খালিদ (রা.) যখন এদিকে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে বিপদে

www.pathagar.com

পড়লেন সেনাপতি আয়ায বিন গানাম (রা.)। তিনি তখন দক্ষিণ ইরানে।

দুমাতুল জন্দলে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছিল ইরানীরা। আয়ায (রা.) কিছুতেই পেরে উঠছিলেন না তাদের সাথে। তাই সাহায্য চেয়ে পত্র লিখলেন তিনি। মুহূর্তে দেরী করলেন না খালিদ (রা.)। চিঠির জওয়াব দিলেন তিনি। লিখলেন, 'নিরাশ হয়ো না। অল্প ক'দিন অপেক্ষা করো। উটগুলো বোঝাই হয়েছে অস্ত্র আর রসদে। মুসলিম সিংহেরা এখন রাস্তায়। ক'দিনের মধ্যেই জোয়ারের পানির মত তারা পৌঁছে যাবে তোমার কাছে।'

খালিদ (রা.) আসছেন দুমাতুল জন্দলের যুদ্ধক্ষেত্রে। ভয়ের চিহ্ন দেখা দিল ইরানী সেনাপতিদের চোখে-মুখে। জরুরী এক পরামর্শসভা ডাকলো তারা। তুখোড়-তুখোড় সব ইরানী জেনারেল যোগ দিল এ সভায়। আকাদির নামে এক সেনাপতি জানতো খালিদ (রা.)-এর কথা। মুসলমানদের সাথে তাই যুদ্ধ না করার পরামর্শ দিল সে। অন্যরা কিন্তু তা মেনে নিলো না। একজোট হয়ে তারা হামলা চালালো মুসলমানদের ওপর। যুদ্ধের ফলাফল যা হবার, তাই হলো। প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে পিঠটান দিল ইরানী বাহিনী। মুসলমানদের আল্লাহু আকবর ধ্বনি কাঁপিয়ে তুললো দুমাতুল জন্দলের বিশাল প্রান্তর।

কিন্তু দমে গেলো না ইরানীরা। সমস্ত শক্তি একত্র করে তারা আবার জমায়েত হলো ফারাজ-এ। মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করবার শপথ নিলো ইরানের বাঘা সেনাপতিরা। বারো হিজরীর পনেরোই জিলহজ্জ মুসলিম বাহিনীর হাতে আবারও পরাজিত হলো তারা। পঙ্গু হয়ে গেল ইরানী রাজশক্তি। ফারাজ জয়ের পর হীরার দিকে ফিরে চললেন হযরত খালিদ (রা.)।

www.pathagar.com

১৯

সর্দে মু'মিন খালিদ (রা.)

মাত্র দশ হাজার মুজাহিদ ছিলো বিরাট ইসলামী রাষ্ট্রের। অতো বড়ো দেশের জন্যে এ একটা তুচ্ছ ব্যাপার। দেশের ভেতরের গোলমাল মেটানোর জন্যও যথেষ্ট ছিলো না এ বাহিনী। ভাবলেও অবাক লাগে। অথচ খলীফা আবূ বকর (রা.)-এর মোটেও পরোয়া ছিলো না এ জন্যে। তিনি জানতেন সত্যের জয় হবেই। মহান আল্লাহ্ অবশ্যই সত্যকে জয়যুক্ত করবেন।

আবূ বকর (রা.)-এর এ বিশ্বাস সত্যে প্রমাণিত হয়েছিল। আল্লাহ্ মুসলমানদের বিজয় গৌরবে গরীয়ান করে তুলেছিলেন। আল্লাহ্তে একান্ত বিশ্বাস এবং হক পথে থাকলে কোনক্রমেই পরাজয় আসতে পারে না—এটা সেদিন বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছিল। দেশের ভেতরের গোলযোগ এবং বাইরের দুশমন, দুই-ই মাথা নীচু করতে বাধ্য হয়েছিল মাত্র দশ হাজার মুজাহিদের কাছে। এটা আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মহাবীর খালিদ (রা.)-ও ছিলেন আল্লাহ্র এক বিশেষ অনুগ্রহ। তাঁর নিপুণ সৈন্য চালনায় এবং যুদ্ধ কৌশলে বারবার অবাক মেনেছে শত্রুর দল। ইসলামের দুশমনরা থরথর

www.pathagar.com

করে কাঁপতো খালিদ (রা.)-এর নামে। যাকাত অস্বীকারকারী, ভণ্ড নবী আর সীমান্তের বড় শত্রু ইরানী বাহিনী—এদের সবাইকে একে একে পরাজিত করেছেন খালিদ (রা.)। শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের। ইরানের পর তিনি বাইযান্টাইনকেও পদানত করেন। দশ হাজার সৈন্যের সেনাপতি খালিদ (রা.)-এর অভিযান চলতে থাকলে হয়তো নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এবং আলেকজান্ডারও ইতিহাসের পাতায় ম্লান হয়ে যেতেন তাঁর কাছে। কিন্তু আল্লাহ্ ইসলামের জন্যে খালিদ (রা.)-এর খিদমত যতটুকু চেয়েছিলেন, ঠিক ততটুকুই করেছেন মহাবীর হযরত খালিদ (রা.)।

জন্মগত সৈনিক ছিলেন হযরত খালিদ (রা.)। যখন তিনি মুসলমান ছিলেন না, কাফিরদের তখন হয়েছিল জয়-জয়কার। আর যখন মুসলমান হলেন, আল্লাহ্র দ্বীন তখন লাভ করলো এক বিরাট শক্তি। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করেন খালিদ (রা.)।

তার অনেক আগে, ওহুদের যুদ্ধে খালিদ (রা.) ছিলেন কাফির কোরেশদের দলে। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা চরম মার দিচ্ছিলেন কোরেশদের। পালাতে বাধ্য হচ্ছিল তারা। কত মালমাত্তা, অস্ত্র-শস্ত্র আর মৃত—আহত কোরেশদের ছেড়েই পালাচ্ছিল বাকীরা। খালিদ (রা.) কিন্তু পালিয়েও পালালেন না। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন—মুসলিম সৈন্যের পেছনে একটা পাহাড়ী পথ একদম ফাঁকা। একজন মুসলমান সৈন্যও নেই সেখানে। লুফে নিলেন তিনি এ সুবর্ণ সুযোগ। পেছন থেকে তিনি আক্রমণ চালালেন মুসলমানদের উপর।

www.pathagar.com

জয়ের আনন্দে মুসলিম বাহিনী তখন সামনের দিকেই ছুটছেন। ধাওয়া করছেন কোরেশ সৈন্যদের। ঠিক সেই সময় খালিদ (রা.)-এর আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়লেন তাঁরা। সাময়িক পরাজিত হলেন মুসলিম বাহিনী ওহুদের যুদ্ধে। শুধু পরাজিত নয়; হযরত রসূলুল্লাহ (সা.)-ও আহত হয়েছিলেন সেদিন সেই যুদ্ধে।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর খালিদ (রা.) বুঝতে পারলেন নিজের ভুল। বুঝলেন মূর্তি পূজার কুফল। ইসলামের উদার আহ্বান মুগ্ধ করলো তাঁকে। ইসলাম গ্রহণ করে তাই মুসলমান হলেন তিনি। মনে-প্রাণে নিজেকে ঢেলে দিলেন ইসলামের খিদমতে। তাঁর অসাধারণ শক্তি মুগ্ধ করলো রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে। আশ্চর্য হলেন তিনি খালিদ (রা.)-এর রণকৌশলে। তাই খিতাব দিলেন 'সাইফুল্লাহ'—মানে আল্লাহ্র তরবারি।

মোটেই বাড়িয়ে বলা ছিল না নূরনবী (সা.)-এর এ খিতাবে। শুধু আরবে নয়; সারা দুনিয়ার ইতিহাসে তিনি এক বিখ্যাত বীররূপে সুনাম হাসিল করেছেন।

খলীফা আবূ বকর (রা.) ইরানের যুদ্ধের পর ইরাকে পাঠালেন খালিদ (রা.)-কে। দশ হাজার মুজাহিদ মাত্র সম্বল ছিল তাঁর। একটানা এগারো মাস তিনি ইরাকে লড়েছেন। ছোট-বড় প্রায় পনেরটি যুদ্ধ করেছেন শত্রুদের সাথে। শত্রু-সৈন্য ছিল অনেক অ-নে-ক গুণে বেশী। এমন কি কোন কোন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিশ গুণ পর্যন্তও ছিল শত্রু-সৈন্য। অথচ একটি যুদ্ধেও পরাজিত হননি খালিদ (রা.)। 'লড়াই করে জয়ী হও, নইলে মৃত্যুবরণ করো। শত্রুকে পিঠ দেখানো ইসলামের বিধানে নেই।' --এই-ই ছিল খালিদ (রা.)-এর নীতি।

www.pathagar.com

আর তিনি করেছেনও তাই। শত্রুর সংখ্যা তাঁকে ভীত করতে পারেনি। পথের দূরত্বও পারেনি কাবু করতে। কোন বিপদই পারেনি তাঁর মনোবলে ঘুণ ধরাতে। এগারো মাসে গোটা ইরাক মুসলমানদের কব্জায় এনেছিলেন খালিদ (রা.)। তিনি জানতেন আল্লাহ্ সর্বদা হক পথে সাহায্য করবেনই। আরো জানতেন মাত্র একবারই মৃত্যুবরণ করে মুসলমান। এ দু'টি বিশ্বাসই খালিদ (রা.)-কে দিয়েছিল অফুরান শক্তি। আর এ শক্তি দিয়েই তিনি পুরোপুরি খিদমত করেছিলেন ইসলামের।

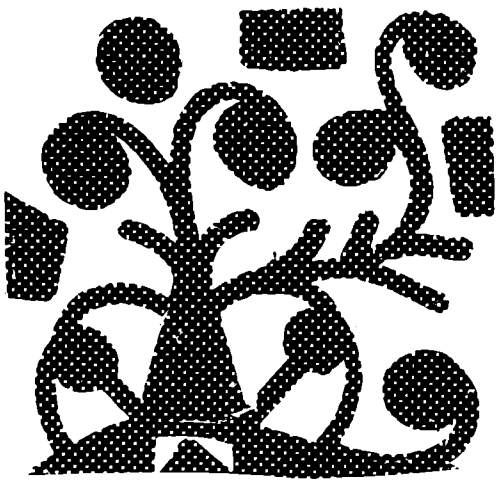

www.pathagar.com

২০

খলীফার দায়িত্ব

হিজরী তেরো সনের সাতই জমাদিউস্-সানী। হযরত আবূ বকর (রা.) হঠাৎ অসুখে পড়লেন। বয়সও নেহাত কম হলো না, তেষট্টি বৎসর প্রায়। তাঁর প্রিয় বন্ধু-রসূলুল্লাহও তো তেষট্টি বছর বয়সেই চলে গেলেন। আজ তাঁরো বয়স তেষট্টি। বন্ধু মুহাম্মদ (সা.)-এর স্মৃতি যেন এখনো জ্বল-জ্বল করে ভাসছে খলীফার চোখের সামনে। এই তো দু'বছর কয়েক মাস হলো মাত্র। কিন্তু—কিন্তু তাঁর দেয়া দায়িত্ব? পালন করতে পেরেছেন কি আবূ বকর? পেরেছেন কি বন্ধুর সংগ্রামে সফলতা আনতে? পেরেছেন কি আল্লাহ্‌র দ্বীন—আল-ইসলামের খিলাফতির দায়িত্ব পূরা করতে?

অনেক কিছুই তো করেছেন,—খলীফা ভাবেন। মিথ্যুক ভণ্ড নবীদের উৎপাত বন্ধ করেছেন। যাকাত অস্বীকার-কারীরাও শেষ। প্রতিবেশী শত্রু রাষ্ট্রগুলোও একে একে এখন মুসলমানদের দখলে এসেছে। একটি মুহূর্ত বিশ্রাম নেন নি তিনি মহানবী (সা.)-এর ইন্‌তিকালের পর থেকে।

www.pathagar.com

তবুও কিন্তু ভাবনা থেকেই যায়। এতো বড় মুসলিম জাহান! কারু প্রতি যদি অবিচার হয়ে থাকে; কেউ যদি কষ্ট পেয়ে থাকে খলীফার আচরণে! কেউ যদি অনাহারে থেকে থাকে,—ভাবতে ভাবতে চোখে পানি আসে খলীফার। অস্ফুট স্বরে বলে ওঠেন—'ইয়া হাবীবুল্লাহ! আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি' !!

অসুখ বাড়তে থাকলো ক্রমে। অনেক চিকিৎসা করানো হলো। ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা হলো। সেবা-শুশ্রূষা করা হলো—কিছুতেই জ্বর ছাড়ছে না। সবাই বুঝতে পারলো বৃদ্ধ খলীফার এই-ই বুঝি শেষ অসুখ!

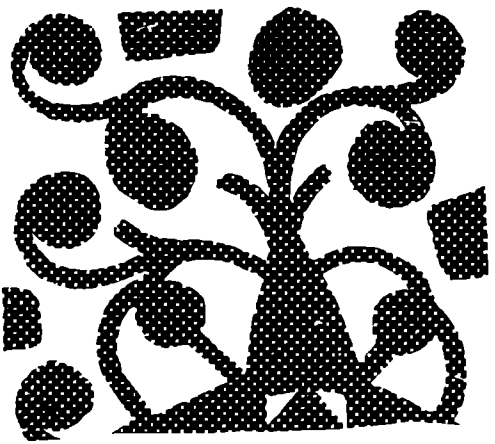

www.pathagar.com

২১

বিদায়

খলীফা বুঝতে পারছিলেন—তিনি আর বেশীদিন নেই। ছেড়ে যেতে হবে এ ধূলিময় পৃথিবী। আরেক শান্তির রাজ্য যে তাঁকে ইশারায় ডাকছে। মন তাঁর ছটফট করছে মহান বন্ধুর সাথে মিলিত হতে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব? কাকে দেবেন তিনি এ দায়িত্বভার? আবার যদি দলাদলি শুরু হয়? মুসলমানরা আবার যদি কোন্দল বাঁধায় নিজেদের মধ্যে? তখন? তখন তো চুপ করে বসে থাকবে না বাইরের শত্রুরা। তারা যে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে—

উমরের কথা মনে হয় খলীফার। হ্যাঁ, একজন লোক বটে। তবু ইতস্তত করেন আবূ বকর (রা.)—যা রাগী মানুষ! মুসলমানরা মানবে তো তাঁকে? তিনিই কি পারবেন রাগকে দমন করতে? কেন পারবেন না? একশ' বার পারবেন। মনে মনে সওয়াল-জওয়াব করেন খলীফা আবূ বকর (রা.)। কেন? রসূলুল্লাহ্ (সা.) তো বলেছেনই—'জাহিলিয়াতে যে ছিল শ্রেষ্ঠ জাহিল—ইসলামেও সে পাক্কা মুসলমান।' ও তো সেই উমর (রা.)। —নিশ্চয়ই পারবেন উমর (রা.)।

www.pathagar.com

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ঠিক রাখতে হলে এখন উমর (রা.)-এরই দরকার। যে কোন মূল্যে হোক, মুসলমানের ঐক্য ঠিক রাখতেই হবে। উমর (রা.)-কেই নেয়া উচিত খিলাফতের দায়িত্ব। স্থির সিদ্ধান্ত নেন আবূ বকর (রা.)। তবুও একা তো কিছু করা উচিত নয়। তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সকলের সামনে প্রস্তাব করলেন হযরত উমর (রা.)-এর নাম পরবর্তী খলীফা হিসেবে। সবাই মেনে নিলেন খলীফার এ প্রস্তাব। কিন্তু কারু কারু মনে যেন একটু সন্দেহ, একটু দ্বিধা। উমর (রা.) যেমন মেজাজী, —একজন বলেও ফেলেন সে কথা। —'এ দায়িত্বের জোয়াল কাঁধে পড়লে মেজাজ নরম হয়ে যাবে।' —আবূ বকর (রা.) জবাব দেন।

সিদ্ধান্ত পাস হয়ে গেল। হযরত উসমান (রা.)-কে ডাকলেন আবূ বকর (রা.)। তাঁর দ্বারা লিখালেন সে নির্দেশনামা। আবূ বকর (রা.) বলছেন; উসমান (রা.) লিখে যান—

'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফা আবূ বকর (রা.)-এর এ ওসীয়তনামা।

'আমি এখন পরপারের যাত্রী। এটা মুসলমানদের জন্য এমন একটি সময়, যখন বিধর্মীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে। যারা নীরব দর্শক ছিলো; তারাও মন দিয়েছে ইসলামের কাজে। মহান আল্লাহ্‌র দ্বীন পুরো হয়ে গেছে। এখন আমি উমর (রা.) বিন খাত্তাবকে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করছি। আমার বিশ্বাস, তিনি ন্যায় বিচারক এবং সত্যানুরাগী হবেন। কিন্তু তিনি যদি সত্য থেকে সরে যান, আমি তার জন্য দায়ী হবো না। এ দায়িত্ব সকল মুসলমানের।

www.pathagar.com

তারাই তাঁকে হক পথে ফিরিয়ে আনবে। আল্লাহ্‌র দ্বীনকে রক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানই সমান দায়ী।'

লেখা শেষ হলো। বাইরে সমবেত মুসলমানদের তা পড়ে শোনাতে বললেন আবূ বকর (রা.)। হযরত উসমান (রা.) পড়লেন।

অগুনতি মুসলমান জমা হয়েছেন মসজিদে নববীতে। ওসীয়তনামা পড়া হলো। নীরবে শুনলেন সকলে। দু'জন সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ছাদে উঠলেন আবূ বকর (রা.)। মুসলমানদের বোঝাতে হবে কেন এ নিয়োগ। সকলের মত নিয়েই তো খলীফা। সাধারণের প্রতিনিধি তিনি।

—'মু'মিন ভাই সকল!' —হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন। —'আমার কোন আত্মীয়কে আমি খলীফা মনোনীত করিনি। কোন ভাইকেও দেইনি এ দায়িত্ব। বরং যাঁকে যোগ্য বলে মনে করেছি, তাঁকেই দিয়েছি এ দায়িত্ব। আপনারা কি তা স্বীকার করেন? আপনারা কি মনে করেন উমর (রা.) খলীফা হওয়ার যোগ্য?'

অগুনতি লোক একসাথে বলে উঠলেন,—'নিশ্চয়ই আমরা উমর (রা.) কে খলীফা হিসেবে যোগ্য মনে করি।' গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আবূ বকর (রা.) শান্তি পেলেন এবারে। গণতন্ত্রের মূল্য তাহলে দিতে পেরেছেন তিনি। জনগণের মতই তো আসল মত।

এবারে হযরত উমর (রা.)-কে ডাকলেন খলীফা। একদম কাছে ডেকে নিলেন। তারপর বললেন,—

—'উমর (রা.)! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ্‌ মানুষের পরীক্ষার জন্য এ দুনিয়া রেখেছেন। আর এরই কাজের উপর নির্ভর করবে পরলোকের ভালোমন্দ।

www.pathagar.com

—'আমার পরে তোমাকে মুসলিম জাহানের খিলাফতীর দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে। এখানে ভালো করলে সেখানে ভালো ফল পাবে। এখানে খারাপ করলে সেখানে ভালোর আশা করা বৃথা।

—'উমর (রা.)! কুরআনকে সামনে রেখেই পালন করবে তোমার দায়িত্ব। কেননা কুরআনই শ্রেষ্ঠতম পথপ্রদর্শক। কুরআন কিন্তু ভালো আর মন্দের কথা পাশাপাশি বলে। —এটা মু'মিনদের মনে আল্লাহ্‌র ভয়কে দৃঢ় করার জন্যেই। আর মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে।

—'উমর (রা.)! যখন তুমি কুরআনের ভীতিপ্রদ কথাগুলো পড়বে, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে সে ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকার জন্যে। আর যখন পুরস্কারের কথাগুলো পড়বে, তুমি নিজে তা পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে।

—'শুনে রাখো,—যতদিন আল্লাহ্ আর তাঁর রসূল (সা.)-এর পথ অনুসরণ করবে, ততদিন আমাকেও তোমার পাশেই পাবে।'

খলীফা আবূ বকর (রা.)-এর কথাগুলো গেঁথে গেল উমর ফারূক (রা.)-এর মনে। নীরবে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলেন তিনি।

আবূ বকর (রা.)-এর চোখে আনন্দ অশ্রু। দায়িত্ব তাঁর শেষ। বিরাট এক বোঝা যেন নেমে গেল মাথা থেকে। মুনাজাতে মশগুল হলেন তিনি। এ তো মুনাজাত নয়, মনিবের কাছে যেন কৈফিয়ত দিচ্ছেন তাঁর বিশ্বাসী চাকর। আবূ বকর (রা.) মুনাজাত করলেন,

www.pathagar.com

—'ইয়া ইলাহী! এছাড়া আমার উপায় ছিল না প্রভু! আমি শৃংখলা ভঙ্গের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলাম মুসলমানদের মধ্যে। এ জন্যেই আমি উমর (রা.)-কে নিয়োগ করলাম। ওগো দয়াময়! এর ভালো-মন্দ একমাত্র তুমিই জানো।

—'আমি যাকে নিয়োগ করেছি—জনগণের মধ্যে সে সবচেয়ে সৎ। সে বেশী বেশী কাজ করতে পারবে মুসলিম জাহানের, —এই আমার বিশ্বাস। ইয়া মওলা! আমি তো মৃত্যু পথযাত্রী। এ মুসলিম জাহান তোমার দাস। তাদের ভালো-মন্দ তো তোমারই হাতে। প্রভু! তুমি তাদের হিফাযত করো। তাদের সাহায্য করো।

—'রব্বানা! তুমি উমর (রা.)-কেও সাহায্য করো। মুসলিম জাহানের খিদমত করার শক্তি তাকে দাও। তাকে একজন আদর্শ মুসলমান খলীফা বানাও। ইলাহী! সবশক্তি তো তোমারই হাতে।'

প্রার্থনা শেষ করলেন খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.)। তিনি বুঝতে পারছিলেন শেষ সময় এসে গেছে। আদরের মেয়ে আয়েশা (রা.)-কে ডাকলেন তিনি। বললেন,—'মা আমার কাফনের জন্যে যেন নতুন কাপড় না কেনা হয়।'

'কেন বাবা!' আয়েশা (রা.) বললেন—'পুরানো যে কাপড় আছে, ও তো একদম জীর্ণ হয়ে গেছে।'

'হোক, তাই দিয়ে আমার কাফন দিও।' —একটু দম নেন খলীফা। আবার তাকান আয়েশা (রা.)-র দিকে,—'আর শোন, বায়তুলমালের তো অনেক খেয়েছি। ও তো আসলে জনসাধারণের সম্পত্তি। আমি মারা গেলে আমার সবকিছু বিক্রী করে বায়তুলমালে দিয়ে দেবে।'

www.pathagar.com

আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-র মনে পড়ে গেল সব কথা। খিলাফতির দায়িত্ব নেবার পর এতোই কাজ বেড়ে গেলো খলীফার—নিজের দিকে তাকাবার ফুরসতও তাঁর ছিল না। অতো বড়ো ব্যবসাটা তাই ছেড়ে দিতে হলো। দিনরাত খেটেছেন মুসলিম জাহানের জন্যে—মুসলমানদের কল্যাণের জন্যে। কিন্তু সংসার তো আর চলে না। —সাহাবিগণ মিলে তখন একটা ভাতা নির্দিষ্ট করে দিলেন খলীফার। ছয় হাজার দিরহাম বাৎসরিক। কোন রকমে টেনেটুনে চলা যেতো তা দিয়ে। সে টুকুর ভয়েই পিতা আজ কত ভীত। —মাথা নেড়ে সায় দেন আয়েশা (রা.), —'তাই হবে আব্বা।'

আজ দু'সপ্তাহ পুরা হলো অসুখের। খিলাফতির বয়স হলো মাত্র দু'বছর তিনমাস দশ দিন। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বয়স আজ তেষট্টি বছর পূর্ণ হলো।

মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা ইন্তিকাল করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রিয় বন্ধু সিদ্দীক আর নেই। এ দুনিয়া ছেড়ে যেন মহান বন্ধুর সাথে মিলিত হতে চললেন তিনি। গরীব-দুঃখী আর মজলুম মানুষ আজ একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারালো।

মদীনার মুসলমানেরা ভেঙে পড়লো খলীফার কুটীরে। এরপর শোক-মাতম কমে এলো ধীরে ধীরে। একসময়ে জানাযাও হলো। আস্তে আস্তে এগিয়ে নেয়া হলো রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রওযা মুবারকের কাছে আবূ বকর (রা.)-এর লাশ। দাফন করা হলো তাঁর রওযার পাশেই।

দুনিয়ার সবসময়ের বন্ধু, আনন্দ-ব্যথার সাথী মুহাম্মদ (স.)-কে আবার সাথী হিসেবে পেলেন খলীফা আবূ বকর (রা.)। বন্ধুর পাশেই রচিত হলো তাঁর শেষ বিছানা।

www.pathagar.com

২২

শেষ কথা

ইসলামের এক ঘোর কাল সন্ধ্যায় আবূ বকর (রা.) এসেছিলেন পূর্ণিমা চাঁদের আলো নিয়ে। মহানবী (সা.)-এর ইন্‌তিকালের সুযোগে যারা ইসলামকে দুনিয়া থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল; যারা নতুন রাষ্ট্র মদীনাতুন্ নবীর ওপর হানতে চেয়েছিল চরম আঘাত; যারা মুসলিম সমাজে আনতে চেয়েছিল বিশৃঙ্খলা—তাদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছেন আবূ বকর (রা.)। ঝাঁকুনী খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইসলামী রাষ্ট্র তাঁরই বলিষ্ঠ নেতৃত্বে।

আল্লাহ্ আর তাঁর রসূল (সা.)-এর উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর। এ জন্যেই তিনি পেরেছিলেন নিজের শেষ সম্বলটুকু নবীজী (সা.)-এর হাতে তুলে দিতে। ছেলেমেয়ে-স্ত্রীর কথা একটিবারও ভাবেননি তিনি। এই বিশ্বাসই তাঁকে সক্ষম করে-ছিল উসামা (রা.)-কে সেনাপতি নির্বাচন করতে। অথচ অনেক ঝানু ঝানু সেনাপতিই তো তখন ছিলেন। কিন্তু তা থাকলে কি হবে? রসূলুল্লাহ্ (সা.) যাকে মনোনীত করেছেন—আবূ বকর (রা.) তার উপরে হাত দেবেন না কোনোক্রমেই। শত

www.pathagar.com

বাধা আসুক। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশই চূড়ান্ত ছিল খলীফা আবূ বকর (রা.)-এর জীবনে।

ছোট-বড় ভেদ ছিল না প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.)-এর চোখে। সবাইকে এক আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে সমান ভালোবেসেছেন তিনি। জনসাধারণের সম্পত্তি তো তাঁর কাছে ছিল দোযখের আগুনের মতোই। জীবনে কোন বিলাসিতা স্পর্শ করেনি তাঁকে। নিজের আত্মীয়-স্বজন কিংবা ছেলেমেয়েদের তিনি দেননি রাষ্ট্রীয় কোন পদ, কোন বাড়তি সুযোগ-সুবিধা।

কঠোর আত্মসংযমী আর আল্লাহ্‌র প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাসই তাঁকে করেছিল অজেয়। ইরান-রোমের মত বিরাট শক্তিগুলোও এ সাদাসিধে লোকটির সামনে মাথা নোয়াতে হয়েছিল বাধ্য।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর দু'বছরের সামান্য শাসনকাল তাই ইসলামের খিদমতের জন্য উজ্জ্বল হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। ন্যায়-নীতির সে ইতিহাস। ইনসাফ আর গণতন্ত্রের সে ইতিহাস। মজলুম আর দুঃখী মানুষের মুক্তি পাওয়ার ইতিহাস সেটি। —যা কেউ ভুলতে পারে না কোন দিন।

ইফাবা/৮৭-৮৮/প্র-২৩৮৮/১০,২৫০/১-৮-১৩৮৪ (১৮-১১-১৯৮৭)

www.pathagar.com

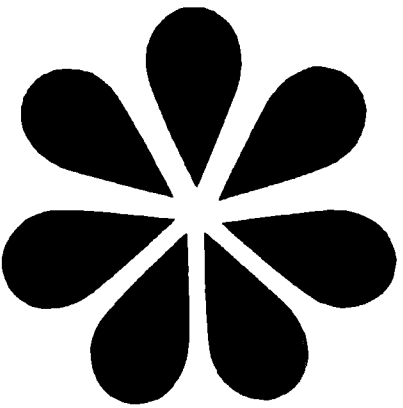

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ